সাধকসংস্থা[illegible]

(A MELO-DRAMA IN FIVE ACTS)

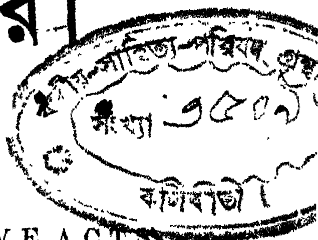
"ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা
চাহে বিকাশিতে বিভা
শারদ-কৌমুদী-মাখা আকাশের কোলে
কিন্তু,
কে নিরখে তা'বে ?
আপন আমোদে
আপনি বিভোর হ'য়ে
কাটায় জীবন !"

বীণাযন্ত্র।
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠন্ঠনিয়া—কলিকাতা [illegible]
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯৩৯ সম্বৎ।

মূল্য ।৵০ আনা।

সাধকসংহার।



(A MELODRAMA IN FIVE ACTS)

"ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা
চাহে বিকাশিতে বিভা
শারদ-কৌমুদী-মাখা আকাশের কোলে!
কিন্তু,
কে নিরখে তা'রে?
আপন আমোদে
আপনি বিভোর হ'য়ে
কাটায় জীবন!"

বীণাযন্ত্র।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া—কলিকাতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯৩৯ সম্বৎ।

কাকিনীয়াধিপতি

গুণিগণাগ্রগণ্য, বিদ্যোৎসাহী,

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী

মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে

'সাধকসংহার'

শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

দণ্ডপাপা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ।

পুরুষগণ।

মহাদেব,

বৃহস্পতি, নন্দী,

ইন্দ্র, যম, কুবের, পবন,

ও বিষ্ণুদূত।

রামচন্দ্র,

লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান,

ও কপিসৈন্যগণ।

রাবণ,

সারণ, তরণীসেন,

পিঙ্গলাক্ষ, দূত, সারথী, সেনাপতি,

ও রাক্ষস-সৈন্যগণ।

নারীগণ।

—— —

পার্ব্বতী,

রাজলক্ষ্মী, মায়া, তারা,

চণ্ডঘণ্টা, ঘোররূপা, রক্তদন্তা, রৌদ্রমুখী, মেঘঘনা,

অপ্সরাদ্বয় ও যোগিনীগণ।

—— —

সীতা, সরমা,

নিদয়া, ভীষণা ও ত্রিজটা।

—— —

সংযোগস্থল—কৈলাসপর্ব্বত, চৈত্ররথকানন, অমরাবতী,

মায়াপুরী ও লঙ্কাপুরী।

—— —

দুষ্প্রাপ্য



সাধকসংহার

প্রথম অঙ্ক।

[প্রথম দৃশ্য—চৈত্ররথ কানন।]

দুইজন অপ্সরার প্রবেশ।

উভয়ে।—"জগত-জননি নারায়ণি,
স্বজন-পালন-লয়-কারিণি দুর্গতারিণি,
চরণ-সরোজ-রজ দেহ গো ভবভাবিনি,
অকালে কালের ভয়ে কাঁপি'ছে সদা পরাণী।
সতত কলুষ-পাশে আছি গো বাঁধা জননি,
তার মা মহেশ-রমা ওমা শুভবিধায়িনি।"*

১ম অ।—"কেন বল, প্রাণসখি, হেরি বিরস বদন,
যেন পূর্ণ-শশধরে ঢাকিয়াছে নব ঘন।

২য় অ।—সখি রে কি ক'ব বল, পরাণ সদা চঞ্চল,

১ম অ।—কেন! মোরে বল বল বুঝিতে নারি কারণ।

২য় অ।—রাবণ-নিধন বিনে হাসিবে কি এ বদন?
দেখনি কি, প্রাণসখি, দেবরাজ সদা দুখী,

* আড়াঠেকা তালযোগে ইমন্-কল্যাণ রাগিণীতে গেয়।

কাঁদে শচী শশিমুখী হেরি পতির বদন।
তাঁদের অসুখে, সখি, অসুখী রে নিশিদিন,
(আমি বিরস বদন।)

১ম-অ।—সমরের সমাচার, জান কি সখি, এখন?
২য়-অ।—আজি খরের কুমার হ'য়েছে সখি, নিধন।
১ম-অ।—ভেবনাক তবে সখি, রাবণ হবে নিধন।"*

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[দ্বিতীয় দৃশ্য—অশোক কাননের পথ।]

বিষন্নবদনা রাজলক্ষ্মী দণ্ডায়মানা।

রা ল।—"আজি এ কনক পুরী পাপের আগার;
বরিষা কালে যেমন সরসী-সলিল
ধায় ধরে রে মলিন আকার।
মরিল সমরে অগণন বীর,
শোকেতে লঙ্কেশ অতীব অধীর,
স্ত্রী পুরুষ সবে করি'ছে রোদন,
শুনিয়ে মন চঞ্চল আমার।
পুজয়ে আমারে যতনে রক্ষোনাথ,
পাপেতে তাহার এ পুরী ধূলিসাৎ
হইবে ভাবিয়ে মানস আকুল,
থাকিতে সাধ্য নাহিক আমার।"†

* কাওয়ালি তালযোগে ঝিঝিট রাগিণীতে গেয়।
† মধ্যমান তালযোগে খাম্বাজ রাগিণীতে গেয়।

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)—উঃ! আর সহ্য হয় না—পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী আমার পক্ষে যেন যন্ত্রণাপূর্ণ যমপুরীর ন্যায় বোধ হ'চ্চে—যে রাবণ আমাকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে নিরন্তর পূজা করে—সেই আবার আমার দ্বিতীয় মূর্ত্তি জনকাত্মজাকে কুৎসিত-প্রস্তাব-পূর্ণ বচনানলে প্রতিনিয়ত দগ্ধ কর্‌চে—উঃ!—সে দুর্ব্বচন রাশি যে আমার হৃদয়ে অসংখ্য শেলের ন্যায় বিদ্ধ হ'চ্চে তা'ত সে বুঝ্‌ছে না—লঙ্কাপুরে থাক্‌তে আমার তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই—হায়! আর কত দিন যে আমাকে এই যন্ত্রণাপূর্ণ কারাগারে আবদ্ধা থাক্‌তে হ'বে, তা'ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।—(দেখিয়া)—এই যে জগজ্জননী এই দিকে আস্‌চেন।

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

—জননি, আরো কত দিন আমাকে এইরূপে রক্ষোকারাগারে আবদ্ধা থাকতে হবে ?

পার্ব্ব।—বৎসে, আর্ অধিক বিলম্ব নাই। আজ মকরাক্ষ নিহত হ'য়েছে—লঙ্কাও বীরশূন্যা প্রায়—মাসান্তেই তোমার যন্ত্রণার অবসান হ'বে।

রা-ল।—জননি, আপনি যদি মনে করেন, এই দণ্ডেই আমার যন্ত্রণার অন্ত হ'তে পারে।

পার্ব্ব।—না বৎসে, ও কথা বলো না—বিধিলিপি যে রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—তা' বিধাতা নিজেও অন্যরূপ করতে সমর্থ নন। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে এই লঙ্কাধামে যে সকল অভাবনীয় কাণ্ড ঘট্‌বে, তা যদি জান্‌বার ইচ্ছা হয় ত আমার সঙ্গে এস।

রা-ল।—চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

[তৃতীয় দৃশ্য—রামচন্দ্রের শিবিরপার্শ্ব।]

কপিদ্বয়ের দুই পথ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

১ম-ক।—হাঃ হাঃ হাঃ—খুড়ো! আজ্‌কের যুদ্ধে বড় মজাটা হলো না?

২য়-ক।—আরে বাপু, সে কথা আর কেন জিগ্‌গেস্ কচ্চ? ঘোড়া চড়ার সখটা আজ মিটিয়ে নিচি।

১ম-ক।—সে কেমন?

২য়-ক।—মকোরাক্ষ বেটা যেই যুদ্ধ করতে এলো—অমনি ত মহাবীর বিটকেল একটা চীচ্‌কার ক'রে—সেই তলোয়ার খানা নিয়ে লাফিয়ে তাদের দলের মধ্যে পড়লো—সেই শব্দ না শুনে গরুগুলো ভয়ে লেজ উঁচু করে দৌড়ুতে লাগলো—আমিও থপাস্ করে তারির একটার পিটের ওপর গে বস্‌লুম—বসেই ল্যাজের বাড়ি কশাঘাত।

১ম-ক।—এই যে খুড়ো সংস্কীর্ত্তো শিকেচো।

২য়-ক।—বাপু, মহাবীর খুব সংস্কীর্ত্তো জানেন কিনা?—তাঁদির সঙ্গে থেকে থেকেই দুটো একটা দখল করা গেছে।

১ম-ক।—মহাবীর সংস্কীর্ত্তো জানেন?

২য়-ক।—তার আবার জিগ্‌গেসা?—তিনি যা জানেন; তাতে অনেক তাবড়ো তাবড়ো ভট্‌চাজ্জিকে দশ বার বচ্ছর পড়াতে পারেন। শুনিস্ নি তিনি সুয্যিঠাকুরের কাছে বেদ ব্যাকরণ পড়েছিলেন।

১ম-ক।—সুয্যিঠাকুরের কাচে, যিনি সকালে ঐ পূর্ব্ব দিকে ওটেন্?

২য়-ক।—হাঁ হাঁ—আবার কটা সুয্যি আছে?

১ম-ক।—তবে ত মহাবীরের বিদ্যে খুব তেজালো?

২য়-ক।—তার আবার জিগ্‌গেসা? বোধ হয় এই যুদ্ধটা না বাঁদ্‌লে এত দিনে তিনি একটা টোল কর্‌তেন।

১ম-ক।—তিনি যদি টোল কর্‌তেন আমি তাঁর পড়ো হতুম।

আমার সংস্কীর্তোটা শিখ্তে খুব ইচ্ছে আছে। সে যা হ'ক—তার পর গরুটা কি কর্‌লে ?

২য়-ক।—গরুটা আর কর্‌বে কি বোঁ বোঁ করে দৌড়ুতে আরম্ভ কর্‌লে ? আমার যে বাপু আরাম বোধ হতে লাগলো তা আর কোবে বল্‌বো কি ? মনে হতে লাগ্‌লো এই জন্যেই বুঝি লোকে ঘোড়া চড়ে।

১ম-ক।—আচ্ছা খুড়ো ! রাক্ষস বেটারা কি গরু ?

২য়-ক।—তার আবার জিগ্‌গেসা ? গরু না হলে আর গরু নিয়ে যুদ্ধে আসে ?—(মুখভঙ্গীর সহিত)—বেটাদের এ বুদ্ধিটুকু হ'লো না যে, যে মহাবীরের মুখভঙ্গী দেখলে তাদের নিজের প্রাণ ধড়ফড় করে, সে মহাবীরের মুখভঙ্গী গরুতে সইবে কি করে ?

১ম-ক।—(সহাস্যে)—আবার তাও বলি খুড়ো, তোমার মুখভঙ্গী সহাও বড় সহজ নয়। তা এখন চল—ঐ দেখ মহাবীর এই দিকেই আস্‌চেন।

[উভয়ের একপথে প্রস্থান।

অপরপথে হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—জয় প্রভো রঘুনাথ জগত জীবন !
অপার তোমার লীলা—মহিমা অপার—
তোমার করুণাবলে বনের বানর
রাক্ষসের প্রতিদ্বন্দ্বী—লভিতেছে জয়।
দয়াময় ! তব দয়া কে পারে বুঝিতে ?
তব কোপ-কটাক্ষেতে, এ রাক্ষসবংশ
ধ্বংস হওয়া কোন্ ছার ! যদি মনে কর,
অনা'সে ত্রিগুণ বিশ্ব পার সংহারিতে।

তবে যে লইয়ে সঙ্গে বানর-কটক
আসিয়াছ লঙ্কাধামে—সে কেবল, প্রভো,
নিস্তারিতে রাবণেরে—নাহি অন্য হেতু।
দয়াময়, দয়া করি' এই ক'রো—যেন
তব মূর্ত্তি—তব নাম—জাগে এ হৃদয়ে
জননী জনকাত্মজা নাম-মূর্ত্তি সহ
জ্বলন্ত অক্ষরে—ভবে রব যতদিন।
এই সে আশয়ে দেব তোমার চরণে
প্রতিক্ষণ বাঁধা আছি।

(মুদিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া)

বিলম্বেতে আর
নাহি ফল—যাই ত্বরা সাগরের কূলে,
যাপিত হইবে নিশি রাম জানকীর
চরণ-পঙ্কজ-ধ্যানে—করিগে উদ্যোগ।

[প্রস্থান।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ।

রাম।—সখে! সুদুস্তর সমরসাগর পার হওয়া বড় সহজ নয়। যে সাগরের অপর পার কোথায় দেখতে পাচ্ছি নে, সে সাগর যে কতদিনে পার হতে পারবো, তা মনেও ধারণ হয় না। তবে একমাত্র ভরসা এই যে, এ সাগরে কাণ্ডারী তুমি।

বিভী।—রঘুনাথ! ও কথা বলবেন না। যিনি অপার ভবসাগরের কাণ্ডারী তাঁর কি এই সামান্য সাগর দেখে ভয় হওয়া উচিত?

রাম।—সখে! ও কথা বলো না।

বিভী।—দয়াময়, বিভীষণ কি সেই আশায় আপনার আশ্রয় গ্রহণ

করে নি। তবে ও কথা শ্রবণে যদি আপনি বিরক্ত হন—থাক্—ও কথায় কাজ নাই।

রাম।—সখে! আমাকে স্বরূপ বল, আর লঙ্কায় কত বীর আছে?

বিভী।—লঙ্কাপুরে রাবণ আর মেঘনাদ ব্যতীত বীরনামের যোগ্য আর কেহই নাই।

লক্ষ্ম।—তবে আর ভয় কি?—বোধ হয়, কাল মেঘনাদ সমরাঙ্গনে প্রবেশ করবে। এবার সে সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হ'লে আমি নিশ্চয়ই তা'কে শমনসদনে প্রেরণ করবো। যদি না পারি, এই শাণিত অসির আঘাতে এই ভুজদ্বয় ছিন্ন করে অনলে আহুতি প্রদান করবো।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ, তোমার সাহসপূর্ণ বাক্যে আমি অতিশয় প্রীত হলেম। কিন্তু ভাই, এ অতি অসমসাহস, যা'র ভুজবলে ইন্দ্রাদি দেবগণও কম্পিত হন, সেই মায়াবী মেঘনাদকে বধ করবার জন্য এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা তোমার ভাল হয় নাই।

লক্ষ্ম।—আর্য্য, আপনার চরণপ্রসাদে এ দাস কোন কার্য্যেই ভয় করে না। আমি নিশ্চিত জানি, আপনার চরণে যতদিন আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকবে, ততদিন যত ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করি না কেন, অবশ্যই তা পূর্ণ করতে সমর্থ হবো, তাই এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি—

"কি ভয় তাহার বল, কমললোচন,
তব পদ সরোরুহে ভ্রমে যা'র মন?
এ জগত বিঘ্নস্থানে　　সদা সেই মনে মানে,
ভয়হীন হয়ে সদা করে বিচরণ।
ডরে না, সম্মুখে যদি হেরে সে শমন॥
জানি আমি মনে মনে　　রাখি মন ও চরণে,
তরিব প্রতিজ্ঞা দায়ে জগতজীবন।
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারি ওহে নারায়ণ॥"*

* সুর (ঢিমা)-ত্রিতালীতালযোগে আড়ানাবাগেশ্রী রাগিণীতে গেয়।

বিভী।—রঘুনাথ, আপনি চিন্তিত হবেন না, কুমার লক্ষ্মণ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, নিশ্চয়ই তা পূর্ণ হ'বে। কাল না হ'ক—দু'দিন পরে লক্ষ্মণ ঠাকুরের হস্তেই যে মেঘনাদ নিহত হ'বে—এ যেন কে আমার কানে বলে দিচ্চে। এখন চলুন, সৈন্যগণকে সতর্ক হয়ে থাকতে বলে দেওয়া যাক। কি জানি কে এসে যে কখন আক্রমণ করবে তা'র ত স্থিরতা নাই।

রাম।—চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[প্রথম দৃশ্য—রাজসভা]

চিন্তামগ্ন রাবণ ও তৎপার্শ্বে সারণ আসীন।

(নেপথ্যে সন্ধ্যা-ঘোষণা)

"আহা মরি কিবা শোভা হইল রে,
ধরণী সাজিল যেন ধূসর অম্বরে রে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ডুবি'ছে সাগরে
স্নান করিবার তরে ভ্রমণের পরে রে॥

সুগন্ধ বহিল কুসুম হইতে,
ভাসিল ধরাধাম আনন্দ সিন্ধুনীরে।
চন্দ্রমা উদিল উজল বরণে
বধিবারে বিরহীরে ভাবিয়ে অন্তরে রে॥"*

রাব।—মন্ত্রিবর, দেখতে দেখতে ত সন্ধ্যা সময় উপস্থিত হলো কিন্তু কৈ সমরাঙ্গন হ'তে এখন কেউ সম্বাদ লয়ে এল না কেন?

সার।—মহারাজ, চিন্তিত হ'বেন না—শীঘ্রই দূত আস্‌বে।

রাব।—মন্ত্রিবর, আমার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হ'চ্ছে—এতেই বোধ হচ্ছে যে সমরাঙ্গণের সম্বাদ শুভ নয়—বোধ হয় সেই জন্যই দূত আস্‌তে

---

* ধামার ভালযোগে সাহানা রাগিণীতে গেয়।

কুণ্ঠিত হ'চ্ছে—যা হ'ক আমি এখন সর্ব্ববিধ অমঙ্গল সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। (অধোবদনে চিন্তা)

মৃদুপদবিক্ষেপে বিষণ্ণ দূতের প্রবেশ।

দূত।—মহারাজের জয় হউক।—(নীরবে অধোবদনে অবস্থিতি)—

রাব।—দূত, নীরব হলে কেন?—যুদ্ধের সম্বাদ কি?—বল—শীঘ্র বল—যত নিদারুণ অমঙ্গল সম্বাদ হ'ক না কেন রাবণ সহ্য করতে প্রস্তুত আছে।

দূত।—মহারাজ, কি বলবো?—বলতে বাক্য নিঃসৃত হয় না।—আজ মহাবীর মকরাক্ষ নিহত হলেন।

রাব।—ওঃ! আমি নিতান্তই পাষাণহৃদয়—তাই রাক্ষসদল ভস্মাবশেষিত হলো তথাপি আমার হৃদয় দগ্ধ হ'লো না।—(কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অধোবদনে থাকিয়া)—বল দূত! প্রিয়ভ্রাতা খরের হৃদয়-নন্দন কিরূপ যুদ্ধ করেছিল?

দূত।—মহারাজ, মহাবীর মকরাক্ষ সজ্জিত হ'য়ে আমাদিগকে আদেশ করলেন—তোমরা হস্ত্যশ্বের পরিবর্ত্তে আমার রথে মহাকায় বলীবর্দ্দচয় যোজিত কর এবং আমার আসনের উভয় পার্শ্বে দু'টি গোবৎস আবদ্ধ করে দাও। তোমরাও সৈন্য মধ্যে কেউ কেউ গোপৃষ্ঠে আরোহণ কর—রামচন্দ্র আর্য্যবংশসম্ভূত, সে গোবধভয়ে কখনই আমাদের প্রতি বাণক্ষেপ করতে পারবে না।—তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের জয় হ'বে। আমরাও তা'ই করলেম।

রাব।—তার পর!

দূত।—তার পর আমরা রণস্থলে প্রবেশ করেছি, এমন সময় ঘরপোড়া বিকট চীৎকার করে আমাদের সৈন্যমধ্যে এসে পড়লো। তা'র সঙ্গে নল নীল অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি অসংখ্য কপি সৈনিক আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলে। তাদের বিকট চীৎকার আর

বিকৃত মুখভঙ্গী দেখে বলীবর্দ্দগণ রণাঙ্গণ ত্যাগ করে পলা'তে লাগ্‌ল। সুতরাং কুমার মকরাক্ষের কৌশল সুফলপ্রদ না হয়ে কুফল প্রসব কর্‌লে। তিনি বিরথ হয়েও রামচন্দ্রের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম কর্‌তে লাগ্‌লেন—প্রবল ঝাতাযোগে তূলারাশি যেমন উড্ডীন হয়—তাঁর বাণবায়ুতে কপিসৈনিকগণ সেইরূপ পলায়নপরায়ণ হ'তে লাগলো—সেনানায়কের সাহস দেখে সৈন্যগণও সাহসী হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌তে লাগলো—অস্ত্রের ঝনঝনিতে কর্ণ বধির হ'লো—শরজালে গগন আচ্ছন্ন হ'লো।

রাব।—ধন্য কুমার!—তোমার বীরত্বে তোমার স্বর্গীয় পিতা অবশ্যই সন্তুষ্ট হ'য়েছেন—বল দূত, তার পর কি হ'লো?

দূত।—তার পর দণ্ডেক পরেই আমাদের দলে হাহাকার পড়লো—বানরগণ হনুমানের উত্তেজনা বাক্যে দ্বিগুণ বলীয়ান হ'য়ে আমাদের সৈন্যদলে প্রবেশ ক'রে সৈন্যদিগকে বধ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—অঙ্গদের এক মুষ্ট্যাঘাতে আমি হতচেতন হ'য়ে ভূতলে পতিত হলেম—হায়! সেই ভূমিশয্যা কেন আমার শেষ শয্যা হ'লো না—হায়! যখন চৈতন্য হ'লো—দেখলাম বীরেন্দ্রকেশরী মকরাক্ষ শরবিদ্ধহৃদয়ে ধরাতলে পতিত র'য়েছেন—দেখে হৃদয় দগ্ধ হ'লো—হায়! মৃত্যু হ'লো না কেন?—(অধোবদন)

রাব।—(কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অধোবদনে থাকিয়া)—মন্ত্রিবর, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?

সার।—মহারাজ, আমার মতে সীতা প্রত্যর্পণ করে সন্ধি করাই শ্রেয়।

রাব।—কি বল্লে মন্ত্রি?—সন্ধি—এ প্রাণ থাক্‌তে তা কখনই হবে না। যদি সন্ধি করা আমার অভিপ্রেত হতো তা হলে প্রাণাধিক সহোদর বিভীষণকে কখন পদাঘাত করে বিদূরিত কর্‌তেম না। যখন রাক্ষসবংশ ধ্বংসপ্রায় হয়েছে—তখন নিশ্চয়ই জেনো—দশাননের প্রাণ সমরে নষ্ট না হলে আর এ সমরানল নির্ব্বাপিত হ'বে না।

সার।—মহারাজ, যদি বিরক্ত না হ'ন ত একটি কথা বলি।

রাব।—সচ্ছন্দে বল।

সার।—মহারাজ, অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন—কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখুন দেখি—একটি রমণীর জন্য কি সবংশে ধ্বংস হওয়া ভাল?

রাব।—রমণীর জন্য নয় সারণ,—প্রতিজ্ঞার জন্য—প্রতিজ্ঞাই বীরের জীবন—প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হবার পূর্ব্বে বরং জীবন নষ্ট হওয়াও শ্রেয়—সে যা হ'ক, ইচ্ছা করেছি, এবার বিভীষণাত্মজ তরণীসেনকেই যুদ্ধে প্রেরণ করবো।—বিভীষণ কখনই আপনার পুত্রের মৃত্যুর উপায় রামচন্দ্রকে বলে দিতে পারবে না—সুতরাং আমার জয় হলেও হতে পারে।—কেমন—এ বিষয়ে তোমার মত কি?

সার।—যদি যুদ্ধই করতে হয়, তবে এ মন্দ প্রস্তাব নয়।—কিন্তু সে কি রণগমনে সম্মত হবে?

রাব।—বোধ হয়, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবে না।—দূত তুমি শীঘ্র কুমার তরণীসেনকে এখানে আনয়ন কর।

দূত।—যে আজ্ঞা।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

রাব।—(স্বগত)—

হায়! আরো কত দিন, এ রাক্ষস দেহে
রহিবে এ পাপ প্রাণ;—আরো কত দিন,
সহিব, দুর্ব্বিষহ এই যন্ত্রণা অপার;—
হায়! কত দিন পরে, আবার এ পাপী
পা'বে, সে সুখের স্থান—অতুলা জগতে।
হায়! কত দিন পরে, এই পাপ দেহ,
পাপহারী পাদপদ্মে রহিবে বিলীন।

"করুণা কর এ দীনে, দয়াময় হে,—
(ওহে) নাহি কেহ তোমা বিনে তারিতে হ'য়ে সদয়।
(আমি) পাপে সদা জর জর, কাঁপিতেছি থর থর,
দয়াময়! দয়া কর হ'য়ে কৃপাময় হে—
(নহে) কলুষ-সাগরে ডুবে প্রাণ হ'লো লয় হে।
(জানি) তুমি অগতির গতি, তোমা বিনা নাহি গতি,
হর এ ঘোর দুর্গতি হইয়ে সদয় হে—
(ভবে) তুমি হে দুর্গতি-হারী, নাশ ভব-ভয় হে।"*
হায়! স্বপনের মত হয় রে স্মরণ—
ছিনু এককালে আমি অনুজের সনে
গোলোকে—গোলোকনাথ অচ্যুতের দ্বারী।
অতি মন্দমতি আমি,—তেঁই সনকাদি
ঋষিগণে—উপেক্ষিয়া—রোধিনু,—নিষেধি'
পুরীমাঝে প্রবেশিতে,—পরমপুরুষে
করিতে দর্শন। সেই পাপে এই দশা
তাঁ' সবার শাপে।—দয়াময়! কত দিন
আর এ পাপী রে—হ'বে থাকিতে এরূপে
পাপের পঙ্কিল হ্রদে হইয়া মগন?
হে ভক্তবৎসল! আমি জানি তব দয়া
অপার এ অভাগারে!—তেঁই, দয়াময়,
যে চরণ যোগিজন না পায় ধেয়ানে—
সে চরণ উপস্থিত আমার দুয়ারে—
দিতে দাসে মুক্তিপদ—অমূল্য সম্পদ।
অপার মহিমা যাঁ'র অশক্ত বুঝিতে

* মধ্যমান তালযোগে বাহার-আশাবরী রাগিণীতে গেয়।

যত যোগি-ঋষিগণ—সেই দয়াময়—
ধরিয়ে মানব-বপু—ভিকারীর বেশে—
ভ্রমিয়ে অটবী—সহি' যন্ত্রণা অপার—
কেবল আমারি তরে—আজি লঙ্কাধামে—
দিতে দাসে মুক্তিপদ—অমূল্য সম্পদ।
ভাগ্যবান্ আমা হ'তে কুম্ভকর্ণ ভাই—
তা'ই ত্বরা, দয়াময় নিলেন তাহারে
সুকোমল কোলে—লয় আপন সন্তানে
যতনে প্রসূতি যথা—আমিও ত্বরায়
যাইব তাঁহার পাশে—নাহিক সংশয়।

(কিয়ৎক্ষণ পরে)—

দেখিয়া দৃষ্টান্ত মোর, শিখুক জগত,
যদিও প্রথমে লভে অতুল সম্পদ
মহাপাপী—যদিও—সে হয় পাপকাজে
ভুবনের অধীশ্বর—তবুও নিশ্চয়
দুই দিন বই তার র'বে না সম্পদ—
পাপে জয় নাই—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—
পাপীকে, আমার মত সমূলে নির্ম্মূল
অচিরে হুইতে হ'বে—নাহিক সংশয়।
পাপে জয় নাই—সাক্ষী অদৃষ্ট আমার!
পাপে সুখ নাই—সাক্ষী আমার অন্তর!
কি অসাধ্য ছিল মম এ তিন ভুবনে?
অনায়াসে করিয়াছি শমনে শাসন—
আজি মোর ভয়ে, সে, লঙ্কার অশ্বপাল—
ইন্দ্র নিজে ফুলহার গাঁথিয়া যোগায়—
পবন সারথি মোর—কিন্তু—পাপী আমি—

পাপানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর।
অসংখ্য আত্মীয় মোর হ'য়েছে নিহত,
শুধু পাপ(ই) মূল তা'র—স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী
দিন দুই বই হ'বে শ্মশান সমান।
এ দেখেও কে বলিবে পাপে সুখ আছে?

তরণীসেনের সহিত দূতের পুনঃপ্রবেশ।

তর।—আর্য্য! প্রণাম করি।—(প্রণাম)

রাব।—বৎস! দীর্ঘায়ু হও।—(উঠিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণাদি) —বৎস! তুমি এই অল্প বয়সে যুদ্ধবিদ্যায় যেরূপ দক্ষ হ'য়েছ, তা'তে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হ'য়েছি—মনে ক'রেছি—তোমাকে এবার সেনাপতিত্বে বরণ ক'রে সমরে পাঠা'ব।

তর।—(স্বগত)—আমার কি সৌভাগ্য যে, এত শীঘ্র, জগৎজীবন, অধমতারণ, দীনবান্ধবের চরণকমল দর্শন করতে পা'ব।

রাব।—কেন বৎস, নীরব হ'য়ে রইলে যে? যুদ্ধে গমন করা কি তোমার অভিপ্রেত নয়?

তর।—আর্য্য! যুদ্ধে গমন করতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই; আমি অবশ্য কা'ল প্রাতে সুসজ্জিত হ'য়ে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করবো। এক্ষণে অনুমতি করুন, স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা করিগে।

রাব।—বৎস! তোমার বাক্যে বিশিষ্টরূপে পরিতুষ্ট হলেম। এস, বৎস! তোমায় সেনাপতিত্বে বরণ করি।—(সেনাপতিত্বে বরণ)

তর।—(প্রণত)

রাব।—বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, রণজয়ী হ'য়ে শীঘ্র প্রত্যাগত হ'য়ে আমার নয়নানন্দ বর্দ্ধন কর। যাও, বৎস! ইষ্টদেবতার পূজা করগে। তিনি অবশ্যই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন।

[তরণীসেনের প্রস্থান।

রাব।—মন্ত্রিবর! আমাকে কিয়ৎক্ষণ নির্জ্জনে থাক্‌তে দাও।

[সারণের প্রস্থান।

"শোক অনলে দহি'ছে জীবন।
শূন্যময় হেরি আজি কনকভবন।
কত শত বীরগণ, পুত্র মিত্র অগণন
ক্রমে সবারে হরিল নিদয় শমন।
সুখ-নাট্যশালা সম ছিল যে এ পুরী মম,
শ্মশান সম এখন করি দরশন।
ত্যজি' এ শূন্য ভবন, ত্যজি' রাজসিংহাসন,
পরি' বাকল, পশিব গহন কানন।"*

[রাবণের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[দ্বিতীয় দৃশ্য—অশোকবন।]

রক্তাশোকমূলে শিলাপট্টে জানকী-পার্শ্বে শূলহস্তা
নিদয়া ও অসিহস্তা ভীষণা আসীনা।

নিদ।—দেখ্ সীতে! এখনো বল্‌চি রাবণকে ভজনা কর্—নৈলে এই শূলে তোর বুকের রক্ত বার্ করবো।

ভীষ।—ইঃ! আবার গুমোর দেখ—কথার জবাব নেই—শীগ্‌গীর কথার জবাব দে বল্‌চি—নইলে এই তলোয়ারে তোরে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো।

নিদ।—এখনো কথার জবাব নেই—বোবা হলি না কি?—ভাল দেখি, তোর মুখে কথা ফোটে কি না?—(বেত্রাঘাত)

* দ্রুত-ত্রিতালী তালযোগে বেহাগ রাগিণীতে গেয়।

সীতা।—(স্বগত)—এ কি?—বেত্রাঘাতে আমার বেদনা বোধ হয় না কেন?—এরা কি দয়া ক'রে আমায় সবলে মার্‌চে না?—না—তাই বা বলি কি ক'রে—রাক্ষসীর শরীরে আবার দয়া কি?—(প্রকাশ্যে)—দেখ—তোমাদের চরণে ধরি—তোমরা আমাকে একেবারে বিনাশ কর—ঐ অসির আঘাতে আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে ভোজন কর—তা'তে তোমাদের উদরপূর্ত্তি হ'বে—আমাকে এমন ক'রে যন্ত্রণা দিলে কি হ'বে বল দেখি?

নিদ।—হা! হা! হা!—বড় মজার কথা বল্‌লি যা'হ'ক—আমরা তোকে খাই—আর রাজা আমাদের মেরে ফেলুক—

ভীষ।—দেখ্‌ সীতে! রাবণকে ভজ্‌লে তোর অনেক গয়না হ'বে—ভাল ভাল কাপড় হ'বে—আর এমন ক'রে ছেঁড়া নেক্‌ড়া জড়্‌য়ে থাক্‌তে হ'বে না—সোনার খাটে শুতে পাবি—আমরা তোর দাসী হ'য়ে সেবা করবো—এত যন্ত্রণা সইতে হ'বে না।

সীতা।—দেখ, তোমাদের চরণে ধরি—তোমরা আমাকে যত ইচ্ছা যন্ত্রণা দাও, তায় ক্ষতি নাই—কিন্তু আমার কাছে আর ও রকম কথা বলো না।—

"বধ এ ছার জীবন।
অথবা যাতনানলে কর গো দাহন।
কিন্তু এ মিনতি করি,　　তোমাদের পায়ে ধরি,
এ হেন কুকথা মোরে বলোনা কখন।
রাজ্য ধন আভরণে　　যদি সাধ হ'ত মনে,
তা' হ'লে কি আসি বনে পরিয়ে বাকল—
বড় সাধ ছিল মনে　　রব সদা পতি সনে,
অভাগীর কপাল গুণে (তা) হ'লো না পূরণ।
এ ঘোর অশোকবনে (বুঝি) যা'বে এ জীবন।*

* দ্রুত-ত্রিতালী তালযোগে বেহাগ রাগিণীতে গেয়।

ত্রিশূল হস্তে ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজ।—ওরে নিদয়া, ওরে ভীষণা, ওরে তোরা এই দিকে আয়, তোদের একটা সু-খবর বলি।—(তিনজনের দূরে গমন ও পরামর্শ)

সীতা।—হায়! এ হতভাগিনীকে আর কত কাল এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'বে—মা, জগত্তারিণি, দুঃখহারিণি, কতদিনের পর তোমার দয়া হ'বে—মাগো, আর যে সয় না—একি আমার শরীর অবশ হ'চ্ছে কেন?—নিদ্রা হ'বে নাকি?—(শিলাপট্টে শয়ন ও নিদ্রা)

ত্রিজ।—তাই পাকে আজ আমাদের আমোদ আহ্লাদ করবার হুকুম হ'য়েছে।

ভীষ।—তা বেশ ত চ-না ঐ ও বনের ঐ দিক পানে যাই—জোচ্ছোনায় খুব নাচ গাওনা হ'বে এখন।

নিদ।—ঐ যে সীতেও ঘুমিয়েচে। তবে চ যাই।

[তিন জনের প্রস্থান।

(মুহুর্মুহু দৈবজ্যোতি প্রকাশ)

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্ব।—(শিয়রে উপবেশন করিয়া)—বৎসে! কেন যে চেড়ীদের বেত্রাঘাতে তোমার কষ্ট বোধ হয় না, বলি শুন—আমিই সে সমুদায় বেত্রাঘাত নিজের পৃষ্ঠে গ্রহণ করি। বৎসে, আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নাই—রাবণ তোমার কিছুই করতে পারবে না।—তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই কেন, তা'ও বলি শুন—রাবণ যে দিন তোমায় এই অশোকবনে আনে—সেই দিন আমি সরমার বেশ ধারণ ক'রে অনেক যত্নে তোমায় একটু পরমান্ন ভোজন করাই—সেই পরমান্ন টুকু অমৃত মিশ্রিত—তা'তেই তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কিছুই নাই—আমি অভয়া, তোমায় অভয় দিচ্চি—তোমার কোন ভয় নাই।

[প্রস্থান।

সীতা।—মা! মা! কোথা যাও মা—অভাগিনী তনয়াকে ফেলে কোথা যাও মা—

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

"ও মা! সহে না যে আর।
জগত-জননী　　যাহার জননী,
সে কেন মা ভাসে দুঃখে অনিবার্।

কঠিন-হৃদয়া নিশাচরীগণ
নিরন্তর মোরে করি'ছে পীড়ন,
দহে সদা মন　　শুনে কুবচন,
বল মা অভাগী কত সবে আর।

নাথ সনে মাগো আইলাম কাননে,
সেবিব চরণ বড় সাধ মনে,
দেখে দয়া তব হ'লো না কি মনে
সে দীন বেশ আমার্—

পাষাণ-নন্দিনী বলে কি পাষাণী
হ'তে হয় ওগো জগতজননী,
দেখিয়ে অপার্　　যন্ত্রণা আমার্
হয় না কি মনে দয়ার সঞ্চার্।"*

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

*একতালা তালযোগে বেহাগ রাগিণীতে গেয়

তৃতীয় অঙ্ক।

[প্রথম দৃশ্য—নন্দন-কানন।]

(নেপথ্যে বৈতালিকগণ)

"হাসি' হাসি' ভাসে শশী বিকাশিয়ে মাধুরী,
প্রাণমন জুড়াইল হেরি' শোভা আ'মরি।
যেন রে প্রকৃতি সতী পাইয়ে প্রাণ-পতি
আনন্দে ভাসি' সুখে যাপি'ছে বিভাবরী।
সুগন্ধ বহিয়ে ভ্রমি'ছে অনিল রে—
শয়নে নিদ্রার কোলে সুখে আছে সকলে,
শুধু জ্বলে দুঃখানলে বিয়োগী আহা মরি।"*

বিষণ্ণ ইন্দ্র, যম, পবন ও কুবেরের প্রবেশ।

ইন্দ্র —দেখ দেখ, দেবগণ, আজি এ নন্দন
নিরানন্দে পরিপূর্ণ!—যেন হে প্রকৃতি
কাঁদি'ছে বিষাদে বসি' বিজন বিপিনে।
এ নন্দনে কত দিন মনের আনন্দে
যাপিয়াছি বিভাবরী।—হয় কি স্মরণ
কত দিন এ কাননে—কৌমুদী আলোকে—
মিলি' সবে হেরিয়াছি—আমোদে মাতিয়ে—
রম্ভোরু রম্ভার চারু নৃত্য অভিনয়।

---

* খাম্বাজ তালযোগে মিশ্রার-খোলার রাগিণীতে গেয়।

শুনিয়াছি—তিলোত্তমা-কলকণ্ঠোদ্ভূত
সঙ্গীত ঝঙ্কার চারু ।—কত দিন আমি
একাই এ সুখময় আনন্দ-আগারে
ভ্রমিয়াছি—দিবানিশি আনন্দে মাতিয়া—
হেরিয়া নয়নে—চারু প্রকৃতির শোভা ।
কিন্তু হায় !—কেন হেন ?—সেই ত নন্দন—
সেই ত শারদ-পূর্ণ-শশাঙ্ক শোভি'ছে
সুনীল গগন কোলে,—সেই ত প্রকৃতি—
সেই পারিজাত গন্ধে দিক আমোদিত—
সেই সবি—কিন্তু নয় হৃদয় আমার
সেই মত—কেন হেন ?—কেবা দিবে মোরে
এ প্রশ্নের সদুত্তর ?—কে জানে জগতে ?

পব ।—জানি আমি হে দেবেন্দ্র, সদুত্তর তব
এ প্রশ্নের ।—কেন মোরা এ নন্দন বনে
নহি সুখী—শুন তা'র নিগূঢ় কারণ ।
যবে মোরা স্বাধীনতা-সুবিমল-কোলে
লালিত হ'তেম, দেব, সে সুখের কালে
সকলি সুখের ছিল ।—সেই এ নন্দন
সত্য,—কিন্তু মোরা দুঃখী ব'লে—আজি যেন—
নিরানন্দে—হেঁটমুখে—করিছে রোদন
হিম-বরিষণ-ছলে ।—সেই কৌমুদীর
হাসি হাসিতেছে শশী ভাসিয়ে আকাশে—
কিন্তু—এবে বোধ হয়, যেন মো'সবারে
উপহাসি'—হাসিতেছে' সুখে—শশধর ।
এ কি হে সামান্য কষ্ট—দেবরাজ তুমি,
গাঁথ মালা রাবণের ?—হতভাগ্য মোরা—

অম্বর!—নহিলে হায়! পশিয়ে সাগরে
ত্যজিতাম পাপ প্রাণ—

কুবে।— সবারি সমান
কষ্ট, হে পবন,—তুমি জগতের প্রাণ,
কি হেতু হে বল, কেন প্রাণপণে সুগন্ধ বহিয়া
ফের তুমি লঙ্কামাঝে প্রতি ঘরে ঘরে?
কি হেতু হে আমি অলকার অধীশ্বর
ডরি' তা'রে—অলকায় কাঁপি প্রাণ ভয়ে!—
সকলি বিধির খেলা—বিধির বিধানে
আমরা হে ভাগ্যচক্রে হ'তেছি পেশিত।

যম।—সত্য, যা কহিলে, ওহে ধনেশ্বর বলী—
ক্রীড়াচ্ছলে মো'সবারে দিতেছেন বিধি
দারুণ যন্ত্রণা—কিন্তু—হে দেবেন্দ্র,—মোরে
আদেশহ একবার—কালানল পূর্ণ
এ দণ্ড আঘাতে নাশি এ বিপুল বিশ্ব!
হ'ক ছারখার বিধাতার বিশ্ব-সৃষ্টি—
কিবা প্রয়োজন আমাদের এ বিশ্বেতে?
তপস্যায় তুষ্ট ধাতা—এস সব নাশি'
তুষি' তাঁ'রে তপস্যায় সকলে মিলিয়া।
আমারে বিনাশ-কার্য্য দিয়াছেন ধাতা,
এখনি সে কার্য্য আমি করি সমাপন।

ইন্দ্র।—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—পিতৃগণপতি,
হেন অধীরতা কভু সাজে কি তোমারে
ধীরশ্রেষ্ঠ তুমি।—জানি' তোমা' পদ্মযোনি
ধীরতার অবতার,—করিলা অর্পণ
এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিচারের ভার।

কি ফল হইবে বল নাশিলে এ বিশ্ব ?
বিধাতার এ সুন্দর সৃষ্টি মনোহর
কে পারে নাশিতে বল ?—যে পারে—সে জন
নিতান্ত কঠিনপ্রাণ—কি সন্দেহ তাহে ?
এ জগত ভাগ্যচক্রে ঘুরে অনিবার—
ঊর্দ্ধে সুখ—অধে দুঃখ—কাজেই জগতে
চিরকাল সুখ দুঃখ না হয় ভুঞ্জিতে।
ভেবে দেখ, হে কৃতান্ত,—এ ঘোর কুলিশে
আছে কি না আছে শক্তি বিশ্ব নাশিবার।
সত্য বটে—বিনাশিলে এ বিশ্ব সুন্দর,
ফুরায় সকলি—ঘুচে যায় সুখ দুঃখ।
তবে যে রয়েছি সহি' যন্ত্রণা অপার—
সে কেবল জানি ব'লে—'পাপে চিরকাল
জয়ী কেহ নাহি রহে'—পাপের অনলে
অবশ্য হইবে দগ্ধ সবংশে রাবণ।
ত্যজ রোষ, ধর্ম্মরাজ!—ধর শান্তভাব।

যম।—কিন্তু ভাবি' দেখ—আমি দমি হে সবারে,
আমারে দমে রাবণ—কি কুভাগ্য-ফলে
বল—আমি রাবণের অশ্বপাল হ'য়ে—
যোগাই নিরন্ত—অশ্বমুখে তৃণরাশি।
যবে সেই কথা হয় মনে—ইচ্ছা করে—
নাশি এই বিশ্ব।—ওই পশ্চিম গগনে—
দেখ চেয়ে—যান ধেয়ে কুমুদ-রঞ্জন—
যুড়া'তে তাপিত প্রাণ—পশি'য়ে ক্ষীরোদে।
আর ক্ষণ পরে—নভে উদিবে তপন।
হা ভাগ্য! আমারে হবে পশিতে লঙ্কায়—

সাধিতে রাবণ-কার্য্য—মোর অনিচ্ছায়।

(দেখিয়া)—

ওকি ?—না ডুবিতে বুঝি শশধর—আজি
উদিবে তপন—হায়! মোর ভাগ্য-দোষে,
তাই প্রাচী দেশে নব আভা উজলি'ছে ?
ওকি ?—না না—দিবাকর নহেন—ইন্দিরা
লোকমাতা—দেবরাজ! ঘটেছে সৌভাগ্য
বুঝি পুন ভাগ্যবলে—তাই মাতা আজি
আসি'ছেন অমরায়—চল সবে মিলি'
মায়েরে আনিগে আজি আদরে আলয়ে।

দেবগণের প্রত্যুদ্গমন এবং রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

ইন্দ্র।—জননি, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, বহু দিন পরে আপনার পদার্পণে অমরাবতী পবিত্র হলো।

রা-ল।—বাছা রে, আমার কি ইচ্ছা যে, আমি অমরালয় ত্যাগ ক'রে রাক্ষসালয়ে বাস করি—কিন্তু কি করি বল—রাবণের দৌরাত্ম্যে জগতের সকল স্থানই এখন শ্রীভ্রষ্ট হ'য়েছে।—দেবেন্দ্র, আজ ত বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।—রাবণ আজ বিভীষণাত্মজ কুমার তরণীসেনকে সেনাপতিত্বে বরণ ক'রেছে।—সে পরমবৈষ্ণব—সুদর্শন ব্যতীত অন্য অস্ত্রে তা'র মৃত্যু হ'বে না—বিশেষতঃ বিভীষণ তা'কে পুত্র ব'লে চিন্‌তে পারুলে, কখনই তা'র নিধন হ'বে না। অতএব এখন এই কর, যা'তে সুদর্শন রামচন্দ্রের স্মৃতিপথে আসে—আর বিভীষণ তরণীসেনকে পুত্র বলে চিন্‌তে না পারেন।

ইন্দ্র।—মা, কি উপায়ে এ দুরূহ ব্যাপার সম্পাদিত হবে ?

রা-ল।—বৎস, হরপার্ব্বতীর শরণাপন্ন হও গে—তা' হ'লেই মঙ্গল হ'বে—ভবে তাঁ'দের অসাধ্য কিছুই নাই।—কিন্তু আর বিলম্ব

কর্‌বারও সময় নাই। ভূমণ্ডলে এখন রজনী প্রহরাতীত।—এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত সম্পন্ন কর্‌তে হ'বে। আমি চল্লেম—যা' ভাল বিবেচনা হয় কর।

[প্রস্থান।

যম।—আমিও চল্লেম। আমাকেও এখনি লঙ্কায় যেতে হ'বে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র।—হে ধনেশ্বর, হে পবন, চল—কৈলাসে গমন করি।

পব।—চলুন—কিন্তু আমাকেও প্রভাতের পূর্ব্বে লঙ্কায় যেতে হ'বে।

কুবে।—তা' হ'বে। প্রভাতের এখনও বিলম্ব আছে—কিন্তু আমাদের আর বিলম্ব কর্‌বার সময় নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[দ্বিতীয় দৃশ্য—বৃহস্পতির গৃহ।]

তারা ও বৃহস্পতি প্রবিষ্ট।

বৃহ।—সত্য, বল্‌চি ব্রাহ্মণি, আমি তোমায় বড়ই ভালবাসি, এ বৃদ্ধ বয়সে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র অবলম্বন।

তারা।—নাথ! তা' কি আমি জানিনে।—আমার মত দুশ্চারিণীকেও যখন আপনি আবার গ্রহণ করেছেন, তখন আপনার ভালবাসার শেষ নাই।

বৃহ।—আবার ও কথা কেন? ও কথা স্মরণ হ'লেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি আর ও কথা তুলো না; যা' হ'বার হ'য়ে গেছে, সে কথা স্মরণ ক'রে আর ফল কি?—আমার কপালে কষ্ট, আর তোমার কপালে সেই কলঙ্কটুকু ছিল, তা'র আর কি হ'বে বল।

তারা।—নাথ, সত্য ক'রে বলুন দেখি, আমার সে পাপ থেকে মুক্তির কি কোন উপায় আছে।

বৃহ।—ব্রাহ্মণি! সে জন্ত ভেব না; এই রাবণ বেটা ম'লেই দেবরাজ আবার লক্ষ্মীমন্ত হ'বেন,—তা'হ'লে—আমি তাঁ'র পুরোহিত—অবশ্যই কিছু না কিছু পা'ব। ইন্দ্র বলেছেন, রাবণ বধ হ'য়ে গেলে, কিছু দিন স্বস্ত্যয়ন করাবেন, সেই স্বস্ত্যয়নটা হ'য়ে গেলেই তাঁ'রি চাল কলায় তোমার একটা মহাপ্রায়শ্চিত্ত করয়ে দেব, তা'হ'লেই সব পাপ ক্ষয় হ'য়ে যা'বে। কিন্তু তুমি সাবধান—তোমার এখন উচকা বয়স—দেখ যেন আবার কা'রো ফাঁদে টাঁদে পড়ো না।

তারা।—আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি করচি আর কখনো কা'রো পানে চা'ব না। সেই জন্যে যা গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রেছি।

বৃহ।—আমিও ত সেই জন্ত শিষ্য টিষ্য রাখা তুলে দি'ছি। এ বৃদ্ধ বয়েসে নিজে কাঠ কাট্‌বো তা'ও স্বীকার, তবু আর শিষ্যও নয়—চাকরও নয়।

তারা।—আচ্ছা নাথ, আপনি বল্‌লেন স্বস্ত্যয়নের চাল কলায় আমার প্রাচিত্তির করয়ে দেবেন। তা উচ্ছ্‌গ্গু করা চাল কলায় প্রাচিত্তির ফল হ'বে কেন?

বৃহ।—ব্রাহ্মণের বাড়ি—গঙ্গাজলে ধুয়ে নিলে চল্‌তে পারে। আর একান্তই যদি তোমার মন না সরে, না হয় ইন্দ্রের কাছ থেকে খরচটা ভিক্ষা করে লওয়া যাবে।

তারা।—আপনার কাছে শুনেছিলুম ভিক্ষে করা জিনিষে কর্ম্ম হয় না। তা'র চেয়ে দক্ষিণে যা পাবেন তাতেই প্রাচিত্তির টা করয়ে দেবেন।

বৃহ।—আরে পাগ্‌লি, যজমানের কাছে ভিক্ষা করাই ত ব্রাহ্মণের ব্যবসা—দক্ষিণেটার যে তোর চুড়ী পইচে আর বেশরটা গড়ুয়ে দেব।

তারা।—(সহাস্যে)—তা' যা হয় করবেন, আপনি স্বামী আমি স্ত্রী আপনার কথায় জবাব করা আমার উচিত নয়।

(নেপথ্যে) বৃহস্পতি ঠাকুর বাড়ী আছেন ?

বৃহ।—(চুপে চুপে)—এই দেখ্ছি সর্ব্বনাশ কর্‌লে, এ নিশ্চয়ই রাবণের দূত।

(নেপথ্যে)—বৃহস্পতি ঠাকুর বাড়ী আছেন ?

বৃহ।—তুমি বল তিনি বাড়ী নাই।

তারা।—আবার মিছে কথা ক'ব ?

বৃহ।—আমার আজ্ঞা, তা'তে পাপ হ'বে না। লোকের প্রাণ-রক্ষার্থে মিছে বলায় পাপ নাই—বিশেষ স্বামীর প্রাণ।

(নেপথ্যে)—বৃহস্পতি ঠাকুর বাড়ী আছেন কি ?

তারা।—তিনি বাড়ীতে নাই।

বৃহ।—ঐ জানালা দিয়ে দেখ, চ'লে গেল কি না ?

তারা।—(দেখিয়া) গেল।

বৃহ।—কে ?

তারা।—কেমন ক'রে চিন্‌বো ?—জামাজোড়া গায় মস্ত একটা মিন্‌সে।

বৃহ।—আঃ বাঁচ্‌লেম্। হরি হরি ! নারায়ণ, রক্ষা কর।

তারা।—আচ্ছা নাথ, আপনার এত ভয় হলো কেন ?

বৃহ।—ভয় হ'বে না ? কাল রাবণের বাড়ী স্বস্ত্যয়ন ক'রে এসেচি, বোধ হয় কেউ মরে থাক্‌বে। তাই আমায় ডাক্‌তে এসেছিল।

তারা।—নাথ, আপনি স্বস্ত্যয়ন ক'রে এলেন, অমঙ্গল হবে কেন ?

বৃহ।—হা পাগ্‌লি, ওও বুঝ্‌তে পার না। আমি বৃদ্ধ।—যে সময় স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে বসি, সেই সময়, যে সব রাক্ষস রাক্ষসীরা স্বস্ত্যয়নের সামগ্রী সব এনে দেয়, তা'দের মুখ দেখ্‌লেই বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে, আমাতে কি আর আমি থাকি, যে মন্ত্র পড়্‌বো ?—কাজেই মন্ত্র ভুল হয়—কর্ম্মও পণ্ড হয়।

তারা।—নাথ! এখনও অনেক রাত্রি আছে, আরও কতক্ষণ এমন করে বসে থাকবেন?

বৃহ।—না—অনর্থক ব'সে থেকে ফল কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[তৃতীয় দৃশ্য—কৈলাস পর্ব্বত।]

বিল্বকুঞ্জে পার্ব্বতী ও মহাদেব, অদূরে নন্দী ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান।

পার্ব্ব।—নাথ! রাবণ মহাপাপী, তা'র প্রতি আপনার আজও করুণার হ্রাস হ'লো না কেন?

মহা।—প্রিয়তমে, সে পাপী সত্য—কিন্তু তথাপি সে আমার ভক্ত—আমার ভক্ত ব'লেই, এত পাপে আজও তা'র ধ্বংস হয় নাই। নচেৎ তা'র মত পাপীর এক দিন পৃথিবীতে থাকাও সম্ভব নয়।

পার্ব্ব।—তবে, নাথ, কি হবে?—সতী জানকীর উদ্ধারের উপায় কি? তাঁ'র যন্ত্রণা যে আমার সহ্য হয় না।

মহা।—কি করবো প্রিয়তমে, রাবণ ত অদ্যাপি আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হয় নি।—আজো যে আমার প্রতি তা'র বিশ্বাস অটল—তাঁ'রে আমি ত্যাগ করি কি ক'রে?

পার্ব্ব।—নাথ, আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, বলুন কত দিন পরে আপনার প্রতি তা'র বিশ্বাস নষ্ট হ'বে? কত দিনে সতী জানকীর উদ্ধার হ'বে।

মহা।—প্রিয়তমে, কাল তরণীসেন রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হ'বে। তা'র পর রাবণ আমার উদ্দেশে হিমালয়ে এসে তপস্যা করবে আমি

দিনত্রয় পরেই তা'র প্রতি সদয় হ'বো এবং তাকে মদীয় একটি প্রস্তর-লিঙ্গ অর্পণ করবো—সেই লিঙ্গ একবার যেখানে ভূতলে স্থাপিত হ'বে, তথা হ'তে আর বহু আয়াসেও স্থানান্তরিত হ'বে না।—ঐ লিঙ্গ যে ব্যক্তি যে প্রদেশে স্থাপন করতে পারবে, সেই প্রদেশে তজ্জাতীয় কোন ব্যক্তি কদাচ পরাভূত হ'বে না। ঐ লিঙ্গ রাবণ যদি লঙ্কাপুরে না আনতে পারে, তা' হ'লেই সে আমার প্রতি বীতবিশ্বাস হ'বে। আমি এর অধিক আর কিছুই বলবো না। তুমি ইচ্ছাময়ী, আমাকে আর ইচ্ছা করে যন্ত্রণা দিও না।

(নেপথ্যে)

"জয় জয়, ভবানি, ভবভয়বারিণি,
দয়াময়ি, দক্ষজা, দীনদুঃখহারিণি।
বিপদবিনাশিনি, বগলা, বিন্ধ্যবাসিনি,
ব্রহ্মাণ্ড পালিনি, বাগীশ্বরি বাকদায়িনি,
হিমালয়-তনয়া তারিণি—
তুমি তারা ত্রাণকরা তার ত্রিনয়নি।"*

ইন্দ্র, কুবের ও পবনের প্রবেশ ও প্রণাম।

পার্ব্ব।—বৎস দেবেন্দ্র, দেবগণের সঙ্গে এ সময়ে এখানে কি মনে ক'রে?

ইন্দ্র।—জননি, নিখিল জগতীতলে আপনার অবিদিত কি আছে? আপনি যে আমাদিগকে এ প্রশ্ন করেন এই আশ্চর্য্য। যা' হ'ক যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বলি শুনুন। আজ দুর্দ্দান্ত দশানন বিভীষণাত্মজ তরণীসেনকে সেনাপতিত্বে বরণ করেছে—রজনী প্রভাত হ'লেই সেই বালক বীর সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হ'বে। তা'র

* খাম্বাজ তালযোগে বেহাগ রাগিণীতে গেয়।

সমক্ষে সমরে স্থির হয়, রামচন্দ্রের সৈন্যমধ্যে রামচন্দ্র ব্যতীত এমন আর কেউ নাই। কিন্তু রামচন্দ্র, তা'কে মিত্রপুত্র ব'লে জান্‌তে পার্‌লে, কখনই নিধন করবেন না। কাজেই সেই বালক একক রামচন্দ্রের সৈন্য দলিত কর্‌বে, তা' হ'লে সীতার উদ্ধার হওয়া সুকঠিন হ'বে—

পার্ব্ব।—(মহাদেবের প্রতি)—নাথ, আপনি এই মাত্র বল্‌ছিলেন, যে কাল তরণীসেন নিহত হ'বে; এখন বলুন, কি উপায়ে তা'র বিনাশ সাধিত হ'তে পার্‌বে?

মহা।—প্রিয়তমে, তুমি সকলি জান, তবে আমার মুখ দিয়ে, আমার ভক্তের অমঙ্গলের উপায়টি শুনে, তোমার কি লাভ হ'বে।—আমি জানি, সে নিজ কর্ম্মদোষে সবংশে নিহত হবে—আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, পাপীকে অভ্যুদয় দান করি। কিন্তু তা' ব'লে ভক্তের অমঙ্গল চেষ্টা করি কি বলে? পাপী, যদি পাপ ত্যাগ ক'রে, আমার স্মরণ নেয়, তবে আমি তা'কে মুক্তি দিতে পারি, কিন্তু পাপকার্য্যের সঙ্গে, আমাকে, যথার্থ ভক্তির সহিত, প্রতিদিন লক্ষ বিল্বদলে পূজা কর্‌লেও আমি তারে রক্ষা করতে পারি নে—সে পূজায় আমার যন্ত্রণা হয় মাত্র—তা'র ভবিষ্যতের বিপদ স্মরণ হ'লে, হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হ'তে থাকে—রাবণের ভবিষ্যত স্মরণ ক'রে, আজ আমার ঠিক সেই যন্ত্রণাই উপস্থিত হ'য়েছে।

পার্ব্ব।—নাথ, তবে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, আমিই তা'র সবংশে ধ্বংস হ'বার উপায় বলে দিই।

মহা।—(নিরুত্তর)

পার্ব্ব।—(ইন্দ্রের প্রতি)—বৎস, আমি এখন তোমাকে কোন কথাই বলতে পার্‌বো না, কেন না তা' হ'লে মহেশ্বর মনে কষ্ট পা'বেন—উপযুক্ত সময়ে অমরাবতীতে গিয়ে সকলি বলবো। সম্প্রতি, আমার দ্বিতীয় মূর্ত্তি ব্রহ্মার নিকট গমন কর, উপস্থিত বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'বার উপায় তিনিই ব'লে দেবেন।

ইন্দ্র।—যে আজ্ঞা, জননি!—(দেবগণের প্রতি)—আপনারাও চলুন।

পব।—দেবেন্দ্র, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাকে লঙ্কায় গমন করতে হ'বে।—বিশেষতঃ অল্প ত্রুটি পেলেই রাবণ ভয়ানক যন্ত্রণা দেবে।

[এক পথে পবনের ও অপর পথে ইন্দ্র ও কুবেরের প্রস্থান।

মহা।—আমি আত্মানুসন্ধানযোগ সাধন করবার জন্য যোগাসন-শৃঙ্গে গমন করবো; নন্দি! প্রস্তুত হও।

নন্দী।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

পার্ব্ব।—নাথ, অনুমতি করুন, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে আপনার চরণার্চন করে আস্‌বো।

মহা।—ক্ষতি নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[চতুর্থ দৃশ্য—মায়াপুরী।]

সিংহাসনে মায়া আসীনা।

চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া যোগিনীগণের নৃত্য ও গীত।

"রাঙ্গা জবা দিব মায়ের চরণে।
মায়রে ডাক্‌বো সদা বদনে।
সকলে ঘুরে ঘুরে   নাচ্‌বো মায়েরে ঘিরে
কাল রূপ দেখবো সদা নয়নে।"*

* দাদ্‌রা তালযোগে পিলুবেহাগ রাগিনীতে গেয়।

মায়া।—রক্তদন্তিকে; কি হ'লো—আমার নির্দেশ সুসম্পাদিত হ'য়েছে কি ?

রক্ত।—মা ! আপনার আদেশ সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

মায়া।—সেই সংসারত্যাগী যুবার কি হলো ?

রক্ত।—সে পুনরায় সংসারাসক্ত হ'য়েছে।

মায়া।—ভালই হ'য়েছে। তা'র বৃদ্ধা জননীর আর ত্রিসংসারে কোন অবলম্বন নাই। রক্তদন্তিকে !

রক্ত।—মা।

মায়া।—তুমি এখনি একবার রাজগৃহে গমন কর। সেখানে—হিরণ্যগুপ্ত বণিকের পত্নী বিদেশগত স্বামীকে বঞ্চনা ক'রে পরপুরুষাসক্ত হ'য়েছিল। সম্প্রতি তা'র স্বামী বিদেশ হ'তে প্রত্যাগত হ'চ্ছে, কাল দ্বিপ্রহরের সময় দেশে উপস্থিত হ'বে। যা'তে সেই পাপীয়সী সাধু হিরণ্যগুপ্তকে কলুষিত করতে না পারে তা' করগে।

রক্ত।—যে আজ্ঞা, জননি !

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

"(ওমা) করুণাময়ি, আজি (মা)
রাখ রঘুনাথে ঘোর বিপদে।
তুমি বিনা কে আছে আর তাঁহার,
কে বা তারিবে এ বিপদে ?
দশরথ-তনয় ভক্ত তোমার,
রাখ তাঁহারে তারা শ্রীপদে।"*

---

* মধ্যমান তালযোগে বাহার রাগিণীতে গেয়।

ইন্দ্র ও কুবেরের প্রবেশ ও প্রণাম।

মায়া।—বৎস ইন্দ্র! বৎস কুবের! তোমরা এখানে কেন?

ইন্দ্র।—জননি! এ জগতীতলে আপনার অবিদিত কি আছে?

মায়া।—বৎস! বুঝেছি, তরণীসেন কাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বে, তাই এসেচ।—তা' আমি কি কর্‌বো?

ইন্দ্র।—আপনি সকলি পারেন।—যা'তে দেবগণ উদ্বেগশূন্য আর রামচন্দ্র শত্রুশূন্য হ'ন তা'ই করুন।

মায়া।—আচ্ছা, তা'ই হ'বে, তোমরা নিরুদ্বেগে থাক।

ইন্দ্র।—জননি, আপনি যারে অভয় দান করেন, সে ত্রিভুবনে কা'রে ভয় ক'রে? এক্ষণে আমরা চল্লেম, যা' ভাল হয় কর্‌বেন।

[ইন্দ্র ও কুবেরের প্রস্থান।

মায়া।—বিভীষণকে এরূপে মোহিত করা প্রয়োজন, যা'তে সে তরণীসেনকে পুত্র ব'লে চিন্‌তে না পারে। চণ্ডঘণ্টে! ঘোররূপে! রৌদ্রমুখি! মেঘস্বনে!

চারিজনে।—মা!

মায়া।—তোমরা চার জনে এস; আমার সঙ্গে লঙ্কাপুরে যেতে হ'বে। আর সকলে যথেচ্ছ আমোদ কবগে। কাল নিশীথের পূর্ব্বে আর তোমাদিগকে আমার প্রয়োজন নাই।

[যোগিনীচতুষ্টয়সঙ্গে শূন্যপথে মায়ার প্রস্থান।

(অপর যোগিনীগণের নৃত্য ও গীত।)

"আয় সকলে জবা তুলে
সাজাই ডালা মনের সুখে।
ফিরে এলে সবাই মিলে
পূজ্‌বো মায়ে ভাস্‌বো সুখে॥

কেলে মায়ের রাঙ্গা পায়ে
রাঙ্গা জবা সাজ্‌বে ভাল—
দেখ্‌বো সে রূপ নয়ন ভরে
মা মা বলে ডাক্‌বো মুখে॥"*

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

* দাদ্‌রা তালযোগে বেহাগ রাগিণীতে গেয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

[প্রথম দৃশ্য—অশোকবন।]

রোরুদ্যমানা সীতার হস্ত ধরিয়া লইয়া সরমার প্রবেশ।

সর।—প্রাণসখি! উন্মাদিনীর মত রোদন কর্‌তে কর্‌তে কোথায় যা'চ্ছিলে?

সীতা।—প্রাণসখি, আমি প্রায় ৮।৯ মাস হ'লো এই রক্ষকারাগারে আবদ্ধা হ'য়েছি, কিন্তু এত দিনের মধ্যে একটিবারও চক্ষে নিদ্রা আসেনি—ক্ষুধা কি তৃষ্ণা কিছুই নাই। আজ এই মাত্র একটু তন্দ্রা বোধ হয়েছিল—এই শিলা খণ্ডেই শয়ন করেছিলেম—এমন সময় স্বপ্ন দেখ্‌লেম—জগজ্জননী আমার শিয়রে এসে, কত মত সান্ত্বনা করলেন, তার পর যখন চলে যান—আমার নিদ্রা ভঙ্গ হ'লো।—আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁ'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ যা'চ্ছিলেম—যদিও আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'বার পরেই তিনি অদর্শন হ'য়েছিলেন, তবুও যে কেন যা'চ্ছিলেম বল্‌তে পারিনে।

সর।—ও কিছু নয়, স্বপ্নের কুহক মাত্র—

সীত।—আচ্ছা সখি, তা যেন হ'লো, কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই কেন?—আমি অনাহারে এত দিন বেঁচে রয়েছি কেন?

সর।—কি করে বল্‌বো?

সীতা।—আচ্ছা সখি, তুমি কি আমারে কখন কিছু খেতে দিয়েছিলে?

সর।—আমি ত প্রতিদিনই তোমারে ফল মূল খেতে দিই—তুমি যে খাও না—তা কি কর্‌বো, ভাই।

সীতা।—পরমান্ন—

সর।—পরমান্ন খাবে?

সীতা।—না সখি, খাবো না, কিন্তু তুমি কি আমাকে কখন পরমান্ন খেতে দিয়েছিলে?

সর।—না সখি।

সীতা।—কখন না—বস্ করে স্মরণ করে দেখ দেখি?

সর।—কৈ কখনই ত দিই নাই।

সীতা।—যে দিন আমি প্রথমে এখানে আসি?

সর।—না।

সীতা।—সখি রে! তবে ত আমার স্বপ্ন মিথ্যা নয়। আমি যে দিন এই লঙ্কায় এসেছিলেম, সেই দিন যে পরমান্ন খেয়েছি—জগজ্জননী যে তোমার বেশ ধ'রে আমায় অমৃতমিশ্রিত পরমান্ন খাইয়েছিলেন—সেই জন্যই ত আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই—তিনি ত তাই আমায় স্বপ্নে বল্‌লেন।

সর।—ভাল সখি, চেড়ীরা তোমায় ফেলে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে, গেল কোথায়?

সীতা।—কি জানি সখি, এই মাত্র ত্রিজটা এসে তা'দের সঙ্গে কি পরামর্শ কর্‌ছিল, তা'র পর যে তারা কোথায় গেছে, বল্‌তে পারিনে।

সর।—সে কি?

দূরে তরণীসেনের প্রবেশ।

তর।—আহা! আমার কি সৌভাগ্য! রাজীবলোচনের রাজীবপদে এ অসার দেহভার অর্পণ কর্‌তে পাব।—পিতা কি আমার অধমতারণ রামচন্দ্রের হস্তে মর্‌তে দেবেন না?—দয়াময়! দয়া করে এইটি ক'রো

যেন তোমার করে আমার মৃত্যু হয়।—আর যেন ভববন্ধনে আবদ্ধ থেকে কর্ম্মভোগ করতে হয় না।—ভক্তবৎসল, ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রো।—(অগ্রসর হইয়া সরমাকে প্রণাম)—জননি, প্রণাম করি।

সর।—বৎস, প্রিয়সখী জানকীকে প্রণাম কর।

তর।—দেবি, আশীর্ব্বাদ করুন।

সীতা।—(মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া)—বৎস, তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হ'ক।

তর।—(সানন্দে)—আপনার আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হ'বে না।

সর।—বৎস, আজ এই রজনীতে এখানে আস্‌বার কারণ কি?

তর।—মা, আজ পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আমাকে সেনাপতিত্বে বরণ ক'রেছেন। কাল প্রাতেই আমাকে সমরে অবতীর্ণ হ'তে হ'বে। মা গো, কাল প্রাতে যেন পূজাগৃহে একবার আপনার চরণযুগল দেখ্‌তে পাই। আমি এখন আর বিলম্ব করতে পারি না। ভৃত্যগণকে পূজার উদ্যোগ করতে বলে এসেছি। এখনি গিয়ে ইষ্টদেবতার পূজায় মনোনিবেশ করবো।

সর।—ইষ্টদেবতার পূজায় বাধা দিতে চাই না, কিন্তু, বৎস, তোমার যুদ্ধে যাওয়া হ'বে না।

তর।—মা, যখন জ্যেষ্ঠতাতের অন্নে এ দেহ পালিত হ'চ্ছে, তখন তাঁ'র কার্য্যে দেহ অর্পণ না করাই অনুচিত। আপনি বিচার ক'রে দেখুন। আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

সর।—সখি, একি?—হঠাৎ আমার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হ'তে লাগ্‌লো কেন?—সখি, তুমি এখন কুটীরে যাও—আমি যাই—যা'তে বাছা আমার যুদ্ধে না যায়, তা'র উপায় করিগে।

[উভয়ের উভয় পথে প্রস্থান।

শূন্যে মায়ার আবির্ভাব।

মায়া।—(যে দিগে সরমা গিয়াছে, সেই দিকে হস্তস্থ দণ্ড উত্তোলন করিয়া)—তনয়কে যুদ্ধগমনে বাধা দিতে গমন কর্‌ছো?—কিন্তু আমার ইচ্ছা—সে যুদ্ধে গমন করে নিহত হয়।—সে ধার্ম্মিক—তুমি নিষেধ করলে, সে তা' অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।—কাজেই আমার ইচ্ছায়, তুমি আজ সারানিশি পথহারা হ'য়ে ভ্রমণ কর।

[অন্তর্দ্ধান।

পটপরিবর্ত্তন।

[দ্বিতীয় দৃশ্য—সাগর-কূল, অদূরে ত্রিকূটপর্ব্বত।]

হনুমান যোগাসীন।

হনু।—(কিয়ৎক্ষণ পরে কর জোড়ে)—

"করুণা কর এ দীনে, করুণা-নিধান,
তব পদ বিনা কিছু চাহে না এ প্রাণ।
হেরিয়ে ভব-সাগর কাঁপিতেছি থর থর,
দয়াময়, দয়া করি' কর ভবে ত্রাণ।
অকৃতি সন্তান আমি, তুমি হে জগত-স্বামী,
নিজ গুণে তার দীনে, হে জগতপ্রাণ।"*

(নয়ন উন্মীলিত করিয়া)—

অস্ত যায় নিশামণি পশ্চিম গগনে—
মলিন নক্ষত্রপুঞ্জ—জ্বলি'ছে প্রাচীতে
ঝক্ ঝকে নভোভালে একটি তারকা,
ঊষা-সতী-ভালে যেন অমূল্য রতন।

* আড়াঠেকা তালযোগে মালকোষ রাগিণীতে গেয়।

উদিবে ক্ষণেক পরে নভে দিনমণি।
বিলম্বে নাহিক ফল—যাই এই বেলা—
এখনি পশিবে রণে রক্ষঃসেনাগণ।
ব্যাকুল হইবে, মোরে সমর-অঙ্গনে
না হেরিলে কপিগণ। ও কি?—এ বিজনে
কে আসে রমণী ওই—বিষাদ-প্রতিমা!
যেন চিনি চিনি করি—বিভীষণ-প্রিয়া
সরমা না?—কি কারণে আসি'ছেন ইনি
এ বিজনে?

সরমার প্রবেশ।

হনু।— কহ মাতঃ, কি হেতু বিজনে?
সর।—বাছা রে, হ'য়েছি আমি পথভ্রান্ত আজি।
হনু।—সে কি, গো জননি! চল ত্বরিত গমনে—
দেখাইব পথ আমি।
সর।— চল শীঘ্র করি'।

[উভয়ের প্রস্থান।

শূন্যে মায়ার আবির্ভাব।

মায়া।—(সরমার দিকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া)—যাও! তোমায় গমনের পূর্ব্বেই তরণীসেন যুদ্ধে প্রবেশ কর্‌বে—কিন্তু আমার ইচ্ছা, তুমি এখনি পথ চিন্‌তে পেরে হনুমানকে নিবৃত্ত হ'তে বল।—তোমার পুত্র তরণীসেন যে, যুদ্ধে যা'চ্ছে, হনুমান তা' জান্‌তে না পারে—এই আমার ইচ্ছা।

[অন্তর্দ্ধান।

পটপরিবর্ত্তন।

[তৃতীয় দৃশ্য—পূজাগৃহের সম্মুখ।]

(নেপথ্যে গীত।)

"রাখ এ বিপদে পদে কোথা পতিতপাবন।
করুণানিলয় তুমি জানি কমললোচন।
বেদাতীত গুণ তব বুঝিতে অশক্ত ভব,
নীরব চতুরানন করিতে গুণ বর্ণন।
অনন্ত সহস্রাননে তোমার গুণ বর্ণনে
সমর্থ না হ'ন কভু, ওহে দয়াময়,—
ধ্যানে ধরে যে তোমারে, সেই ত বুঝিতে পারে,
তবু প্রকাশিতে নারে, ভাবেতে রহে মগন।"*

রামনামাঙ্কিতগাত্র তরণীসেনের প্রবেশ।

তর।—একি? অনেকক্ষণ ত প্রভাত হ'য়েছে, এখনো জননী এলেন না কেন?—আর কতক্ষণ বিলম্ব করবো? ভাল—পিঙ্গলাক্ষও ত অনেকক্ষণ গেছে—সেই বা এখন ফিরচে না কেন?

সারথীর প্রবেশ।

সার।—কুমার, রথ প্রস্তুত হ'য়েছে। আপনি এখনো সজ্জিত হ'ন নাই কেন?

তর।—সারথে, আমি এই সজ্জাতেই সমরে গমন করবো। সেনাপতিকে আমার অস্ত্রাদি আন্‌তে বল।

সার।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তর।—আমিই কি একবার জননীর কাছে অশোকবনে যা'ব?—না—ঐ যে পিঙ্গলাক্ষ আস্‌চে।

---

* আড়াঠেকা তালযোগে রামকেলী রাগিণীতে গেয়।

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ ।

তর ।—পিঙ্গলাক্ষ, জননী কৈ?

পিঙ্গ ।—কুমার, ত্রিজটা বল্‌লে, তিনি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর আর অশোকবনে যান নাই।

তর ।—গৃহে?

পিঙ্গ ।—তথায়ও তাঁ'কে দেখ্‌তে পেলেম না।

তর ।—সেকি?—(করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে)—দয়াময়! অন্তিম সময় জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া কি তোমার অভিপ্রেত নয়?—ভাল, তোমার ইচ্ছারই জয় হ'ক—তরণী তা'তে দুঃখিত নয়—যদি তোমার করে তা'র জীবন শেষ হয়, তা' হ'লেই সে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রাপেক্ষাও সুখী।—পিঙ্গলাক্ষ, সেনাপতিকে শীঘ্র আমার অস্ত্রশস্ত্র আন্‌তে বল।

অস্ত্রাদি লইয়া সেনাপতির প্রবেশ।

(তরণীসেনের অস্ত্রাদি ধারণ, সেনাপতি ও পিঙ্গলাক্ষের তদ্বিষয়ে সহায়তা।)

(নেপথ্যে গীত।)

"সাজ রে সকলে আজি করিবারে রণ,
বাছি' বাছি' লহ সবে মনোমত প্রহরণ।
জনমি' রাক্ষসকুলে, নিজ কুলধর্ম্ম ভুলে,
নর বানরেরে বল, কেন ডর অকারণ?।
পশিয়ে সমরাঙ্গণে, যুঝ সবে প্রাণপণে,
রাঘবে আহবে নাশ সহ কপিসৈন্যগণ॥"*

সেনা ।—কুমার, আপনি বর্ম্ম পরিধান করবেন না কেন?

* ঝাঁপতাল তালযোগে ভৈরবী রাগিণীতে গেয়।

তর।—সেনাপতে, রাম-নাম-জপ-অক্ষয়-অঙ্গত্রাণ যা'র অঙ্গে শোভিত র'য়েছে, তা'র সামান্য আয়স অঙ্গত্রাণে প্রয়োজন কি? সেনাপতে, তুমি রণক্ষেত্রযাত্রী গায়কগণকে এই গানটি দাওগে এবং বল এই গানটি দ্বারা আজ রণস্থলে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করে। —(লিপিপ্রদান)

সেনা।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তর।—পিঙ্গলাক্ষ, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।—বেলা হ'লো—আমি চল্লেম—যদি জননী আসেন, বলো—আমি উদ্দেশে তাঁ'র চরণে প্রণাম ক'রে, হৃদয় রামনামাঙ্কিত ক'রে, সমরাঙ্গণে প্রবিষ্ট হ'লেম—ইচ্ছা রামের করে মৃত্যু—এখন দয়াময় সদয় হন কি না এই শেষ ভয়—বোধ হয়, আর তাঁ'র চরণযুগল দেখ্‌তে পা'ব না।

[প্রস্থান।

পিঙ্গ।—একি?—কুমার এরূপ অরক্ষিত হ'য়ে সমরে প্রবেশ কর্‌লেন কেন?—দয়াময়, তোমার প্রাণের সখা বিভীষণের হৃদয়-রত্ন হরণ ক'রো না—সরমার অঞ্চলের নিধি কেড়ে নিও না।—

"সখার প্রাণের ধনে করো না হরণ।
ব'ধো না তরণীসেনে জগতজীবন।
কোথা হে বিপদহারী, এ বিপদ হর, হরি,
তার দিয়ে চরণতরী, কেশব মধুসূদন।
'রাম রাম' যেই বলে একবার অবহেলে,
যমফাঁসী কেটে ফেলে সে ত, দয়াময়,—
দিবানিশি বিভীষণ সেবে তোমার চরণ,
তবু কি তনয়-শোকে দহিবে তা'র জীবন।"*

* একতালা তালযোগে রামকেলী রাগিণীতে গেয়।

ত্রস্তভাবে সরমার প্রবেশ।

সর।—পিঙ্গলাক্ষ, আমার তরণী কৈ?

পিঙ্গ।—জননি, আপনার আস্‌বার বিলম্ব দেখে, তিনি এইমাত্র সমরে গমন করেছেন।—মা, আপনি কোথায় ছিলেন?—আমি কুমারের আদেশে আপনাকে অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌তে পেলেম না কেন?

সর।—বৎস, পিঙ্গলাক্ষ! আমি পূজাগৃহে আস্‌বার জন্য অশোক বন হ'তে বহির্গত হ'য়েই পথভ্রান্ত হ'য়েছিলেম।

পিঙ্গ।—সে কি?

সর।—যথার্থই আমি পথভ্রান্ত হ'য়ে ত্রিকূট পর্ব্বতে গিয়েছিলেম—তা'র পর হনুমান আমায় পথ দেখিয়ে দিলে।

পিঙ্গ।—মা, কুমার রণগমনকালে উদ্দেশে আপনার চরণে প্রণাম ক'রে গেছেন।

সর।—ভগবান, তা'র মনস্কামনা পূর্ণ করুন।—পিঙ্গলাক্ষ, আমি তা'র মঙ্গলোদ্দেশে একবার ইষ্টপূজা কর্‌বো। আয়োজন কর।

[প্রস্থান।

পিঙ্গ।—হা অভাগিনী! জান না তোমার পুত্রের কি মনস্কামনা—তাই অমন আশীর্ব্বাদ কর্‌লে।—যাই পূজার উদ্যোগ করিগে—নিজেও একবার রঘুনাথের চরণপদ্ম ধ্যান ক'রে মনের কথা জানাই গে—তাঁ'র মনে যা' আছে তা'ই হ'বে।

[প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

[প্রথম দৃশ্য—শিবির-সম্মুখ।]

বিকট হাস্য করিতে করিতে যোগিনীচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

১ম যো।—আজ অসাধ্য সাধিত হ'বে!

২য় যো।—পিতা পুত্রের অন্তক হ'বে!

৩য় যো।—পিতা স্নেহশূন্য হ'বে!

৪র্থ যো।—মায়াদেবীর ইচ্ছার জয়।

সকলে।—মায়াদেবীর ইচ্ছার জয়।

(বিকট হাস্য ও নৃত্য গীত)

"মা মা ব'লে ডাক্ রে মন, জুড়া'বে তাপিত প্রাণ।
মা ব'লে ডাক্‌লে পরে শুক্‌নো খালে বয় উজান॥
মা আমাদের দয়াময়ী, শোন্ রে জগত পেতে কান।
মা'র চরণতলে লুট্‌লে পরে, মৃতদেহ পায় রে প্রাণ।"*

১ম যো।—তুমি কি ক'রলে ভাই?

২য় যো।—বিভীষণের আত্মা হরণ ক'রেছি। তুমি কি ক'রলে ভাই?

৩য় যো।—বিভীষণের চক্ষু ভ্রান্তিজালে ঢেকেছি। তুমি কি ক'রে ভাই?

৪র্থ যো।—বিভীষণের জিহ্বা লৌহময় ক'রেছি। তুমি কি ক'রলে ভাই?

---

* দাদ্রা তালযোগে মঙ্গল বিভাষ রাগিণীতে গেয়।

১ম যো।—বিভীষণের হৃদয় বজ্রময় ক'রেছি।

সকলে।—মায়াদেবীর ইচ্ছার জয় হ'ক।

(নেপথ্যে)

"দয়াময় হে, ভুলনা এ অধম জনে।
আমি জানি না—চাহি না—কিছু, তোমা বিহনে॥
তুমি মম প্রাণ, আত্মীয়, স্বজন তুমি হে,
তোমা বিহনে এ পাপ জীবনে
আর নাহি কোন সাধ, ঘটায়ো না পরমাদ হে,
ইচ্ছা মনে, তোমায় রাখিব হৃদয়মাঝে গোপনে॥"*

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—একি? আমি হঠাৎ এমন হ'লেম কেন? বোধ হ'চ্চে যেন কোন অমূল্য রত্ন হারিয়েছি—মনের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই—সুখ দুঃখ উভয়ই যেন আমার অন্তর হ'তে অন্তরিত হ'য়েছে—কোন কার্য্যে উৎসাহও নাই—নিরুৎসাহও হই নাই।—এ কি?—এর নাম কি অপূর্ব্ব ভাব?—কিছুই যে বুঝতে পার্‌চি না।

(নেপথ্যে ঘোরতর রণবাদ্য)

এ কে রণে এলো?—(দেখিয়া)—বালক,—অপূর্ব্ববেশ—সর্ব্বাঙ্গে রামনামাঙ্কিত—বীরত্ব-চিহ্নে পরিপূর্ণ। লঙ্কার সকলকেই ত চিনি—একে চিন্‌তে পার্‌চি নে কেন?—(চিন্তা)—কি আশ্চর্য্য!—কিছু-তেই যে স্মৃতিপথে উদিত হ'লো না—যেন চিনি—যেন নাম মনে আসে আসে আসে না।

* মধ্যমান তালযোগে ভৈরবী রাগিণীতে গেয়।

(নেপথ্যে গীত)

"মাত রে প্রাণপণে রণরঙ্গে
যুঝিতে আজি রাঘববর সঙ্গে।
রাম নাম বিনা আর রামে জিনিবার
নাহি অন্য অস্ত্র ইহা মনে জেন সার।
সমর-তরঙ্গ দেখি'ছ কি ছার,
রাম নাম তরী সে ভবতরঙ্গে।"*

বিভী।—রাক্ষসগণের প্রতি এ চমৎকার উত্তেজনা সন্দেহ নাই—

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম।—সখে, এ বীর বালকটি কে?

বিভী।—রঘুনাথ, এ বালকটি যে কে, তা' কিছুই আমার স্মৃতি-পথে উদিত হ'চ্ছে না।—মুখ দেখে পরিচিতের ন্যায় বোধ হ'চ্ছে অথচ কোথায় দেখেছি নাম কি স্মরণ হ'চ্ছে না।

রাম।—অতি আশ্চর্য্য!—কিন্তু যাই হউক, এ অতি অপূর্ব্ব বীর—বালক—যুদ্ধার্থী—অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ।

লক্ষ্ম।—আবার দেখুন, আর্য্য, ভণ্ডবেটা ছল করে গায় রামনামাবলী লিখেছে।

রাম।—না বৎস, ছল নয়—ছল হ'লে আমার হৃদয় কাঁদবে না। ও বালকটি নিশ্চয় আমার পরম ভক্ত।

লক্ষ্ম।—যা'ই হ'ক—দেখুন কি ভয়ানক যুদ্ধ কর্‌ছে—ঐ দেখুন কপিসৈন্যগণ রণত্যাগ করে পলায়নপরায়ণ হ'চ্ছে—কিন্তু হনুমান কৈ?

* ধামাল তালযোগে সিন্ধুড়া রাগিণীতে গেয়।

না আর বিলম্ব করা উচিত নয়। যাই এই বেলা ওর দুষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিইগে।

[বেগে প্রস্থান ।

রাম।—সখে, চল আমরাও যাই ।

বিভী।—তাই ত হনুমান গেল কোথা ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

শূন্যে মায়ার আবির্ভাব ।

মায়া।—(নেপথ্যের দিকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া)—আমার মনের ইচ্ছা, বিভীষণ ভ্রান্ত হ'ক,—তরণীসেনকে পুত্র বলে না চিনুক,—আমার ইচ্ছার বলে উপযুক্ত সময়ে রামচন্দ্রের হস্তে সুদর্শন উপস্থিত হ'ক ।

[অন্তর্দ্ধান ।

পটপরিবর্ত্তন ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য—সমরক্ষেত্র]

কপিসৈন্যগণের "পলা পলা, প্রাণ গেল, প্রাণ যায় মরি" ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাক্ষসসৈন্যগণের "মার মার, কাট কাট, খেয়ে ফেল, কাট" ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ ও দুই একটা কপিকে ধরিয়া আছাড় মারিতে মারিতে প্রস্থান ।

বেগে হনুমানের প্রবেশ ।

হনু।—যা' ভেবেছি তা'ই—রণে পশেছে সবলে

রক্ষোগণ !—বিনাশি'ছে কপিসৈন্যগণে !
(দেখিয়া)—
একি ? এই ক্ষুদ্রকায় বালকে হেরিয়ে
পলাই ছে মহাকায় মহাসত্ব বলী
কপিযোধগণ, মৈন্দ—অঙ্গদ—সুগ্রীব—
নল—নীল—গয় আদি।
(দেখিয়া)— কি আশ্চর্য্য !—অহো-
এ কি ? এ বালক ছলে অঙ্কিত করেছে
রাম নামে নিজ দেহ ! অহো কি দুর্ম্মতি !
(কপিগণের প্রতি উচ্চকণ্ঠে)—
কপিগণ, কোথা যাও ! রাক্ষসের ভয়ে
পলাই'ছ ?—ছি ছি—রণভূমে ত্যজ প্রাণ
রাঘবের কার্য্য হেতু, রহিবে অক্ষয়
কীর্ত্তি—চির দিন তরে—ঘুষিবে জগত
তোমাদের যশোধ্বনি।—পলা'য়ে কি ফল ?
আজ হ'ক কাল হ'ক কিম্বা বর্ষ পরে
অথবা সহস্রবর্ষ হয় যদি আয়ু,
তবু একদিন হ'বে কালের কবলে
পতিত হইতে—তবে কেন ভয় কর ?
কি ভয় রাক্ষসে বল—জয় রাম রবে
হুঙ্কারিয়া পশ রণে—অনা'সে পারিবে
নাশিতে রাক্ষসবৃন্দে—ত্যজ বৃথা ভয়।
নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—"জয় জয় রাম"।
হনু।—এই যে বীরেন্দ্রগণ উৎসাহিত হ'য়ে
পশিতেছে রণে পুন—"জয় জয় রাম।
জয় জয় রাম; জয় জয় জয় রাম।"

নেপথ্যে।—"জয় জয় রাম" ইত্যাদি

হনু।—বীরগণ, ত্যজ ছার মরণের ভয়,
জন্মিলে মরিতে হয় বিধির বিধান।
তবে বৃথা মায়া করি' এ ভঙ্গুর দেহে
কেন রে অক্ষয় যশ দলিবে চরণে?
"যা'ক প্রাণ—থা'ক মান" এই মহাবাক্য
হৃদয়ে ধারণ করি' পশ রণমাঝে।
"যা'ক প্রাণ—থা'ক মান—জয় জয় রাম।
জয় জয় রাম-জয়—জয় জয় রাম।"

নেপথ্যে।—"যা'ক প্রাণ" ইত্যাদি

হনু।—এই যে বালক আসিতেছে এই দিকে
বীরদর্পে কাঁপাইয়া ধরা। রোধি পথ,
বধি প্রাণে—বৃথা যেন কমললোচনে
না পারে করিতে ত্যক্ত এ মূঢ় বালক।

তরণীসেনের প্রবেশ।

অরে রে বালক, কেন মাতৃক্রোড় ছাড়ি'
আইলি মরিতে হেথা? পলা ত্বরা ছাড়ি'
রণস্থল। মাতৃক্রোড়ে থাক্‌গে নির্ভয়ে।

তর।—কপিশ্রেষ্ঠ! বৃথা মোর রোধিও না পথ,
হেরিতে শ্রীনাথে বড় বাসনা অন্তরে
হয়েছে হে! দেহ পথ—হেরিব নয়নে
ভকত-সম্পদ তাঁ'র যুগল চরণ।

হনু।—রে বালক! ভক্ত বিনে ভকত-সম্পদ
শ্রীচরণ হেরিবার নাহিক ক্ষমতা
কা'রো—মারুতিরে রণে না জিনিয়া বলে

কা'র সাধ্য শ্রীরামের হেরিবে চরণ!

তর।—এস তবে, বীরবর! যদি রামপদে
থাকে হে ভকতি মম, দেখিবে এখনি
জিনিব তোমারে—তুমি অজেয় জগতে।

(তরণীর বাণক্ষেপ ও হনুমানের হস্তদ্বারা আত্মরক্ষা)

হনু।—(কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরে)—
রে বালক, এতক্ষণ বৃথা বাণবৃষ্টি
করিলি ত? একবার দেখ্ রে আমার
মুষ্টির শকতি কত?

(তরণীসেনের বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত)

তর।—(সহাস্যে)— ধন্য বীরবর!
ধন্য তুমি। এই ত হে তোমার মুষ্টির
শক্তি?—কিন্তু একবার এ ক্ষুদ্র মুষ্টিতে
আঘাতিব তোমা,—যদি রামের চরণে
থাকে হে আমার মতি, নিশ্চয় জানিহ,
মূর্চ্ছিত হইয়া তুমি লুটিবে ভূতলে।
জানি তব মৃত্যু নাই জানকীর বরে।

হনু।—একি এ আমার মুষ্টি হ'লো ব্যর্থ আজি?
ভাল, বীরবর! শক্তি দেখিব তোমার।
দিনু বক্ষঃ পাতি—তুমি কর মুষ্ট্যাঘাত
প্রয়োগি' সমস্ত বল যত আছে দেহে।

তর।—কপিশ্রেষ্ঠ! দর্পী তুমি—তেঁই দর্প তব
চূর্ণিলেন দর্পহারী ভগবান আজি
এ ক্ষুদ্র বালক-করে—মোর বলে নয়—

রাম-নাম-বলে তুমি হইবে মূর্চ্ছিত।
রক্ষ ভক্তমান আজি, জয় জয় রাম।

(হনুমানের বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত ও হনুমানের পতন।)

[তরণীসেনের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[তৃতীয় দৃশ্য—সমরক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।]

মৃত রাক্ষস ও কপিসৈন্য পতিত, স্থানে স্থানে ভগ্ন রথচক্র, রথধ্বজ, মৃত হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির দেহ পতিত। কোন স্থান আহত সৈন্য-গণ ক্ষীণস্বরে জল প্রার্থনা করিতেছে।

কপিসৈন্যগণের "পলা পলা, মহাবীর পড়েছে রে, পলা" ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন। বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্ম।—কপিগণ, পলায়ন পরিত্যাগ কর ; আমিই তোমাদের পরি-চালক হ'য়ে যুদ্ধ করবো।

"মার মার কাট কাট" শব্দে রাক্ষসসৈন্যগণের প্রবেশ এবং লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেকের পতন ও কতকগুলির পলায়ন।

তরণীসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্ম।—অরে বালক, যদি প্রাণের আশা করিস তবে এখনি রণস্থল

পরিত্যাগ করে পলায়ন কর। তোরে প্রাণে বধ করতে আমার ইচ্ছা হয় না।

তর।—ঠাকুর, আমাকে পথ প্রদান করুন, আমি কমললোচন রঘুনাথের চরণকমল দর্শন করে এ পাপ জীবন পবিত্র করি।

লক্ষ্ম।—রাম দর্শনের বৃথা আশা ত্যাগ কর—যদি প্রাণে ভয় না থাকে—আয়—আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর—ক্ষমতা থাকে—আমাকে পরাস্ত কর—রঘুনাথের দর্শন পা'বি—নচেৎ আমার অসিমুখে আত্মদেহ অর্পণ ক'রে—ছল রামনাম ধারণের প্রতিফল গ্রহণ কর—মাংসাশী জীবগণকে নিজ মাংসে পরিতৃপ্ত ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

তর।—যদি যুদ্ধই অভিপ্রেত হয় প্রস্তুত হন—রামনামের গুণে তরণী ত্রিভুবনে কাহারেই ভয় করে না।—জয় রাম—

(উভয়ের অসিযুদ্ধ ও কিয়ৎক্ষণপরে লক্ষ্মণের অসিস্খলন।)

তর।—ধন্য বীরেন্দ্র-কেশরী লক্ষ্মণ—তোমার বাহুতে যথেষ্ট শক্তি আছে। এখন পথ প্রদান কর বা ইচ্ছা হয় ধনুর্যুদ্ধও করতে পার।

লক্ষ্ম।—আয় দুষ্ট বালক! তোর আজ নিস্তার নাই—আয়—শরানলে দগ্ধ হয়—

(উভয়ের শরযুদ্ধ ও লক্ষ্মণের পতন)

[তরণীসেনের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

[চতুর্থ দৃশ্য—শিবিরসম্মুখ।]

রাম ও বিভীষণের প্রবেশ।

রাম।—কি আশ্চর্য্য!—সখে, দেখ দেখ—ঐ বালক অত্যল্পমাত্র সৈন্য ল'য়ে—দাবাগ্নি যেমন মহারণ্য দগ্ধ করে—সেইরূপ আমার

সৈন্যারণ্য ভস্মীভূত কর্‌চে—সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়মান—আর লক্ষ্মণের উপর বিশ্বাস ক'রে এরূপে বৃথা কালক্ষেপ করা সাজে না—স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হই ।—(ধনুরাদি গ্রহণ)

তরণীসেনের প্রবেশ ।

(করযোড়ে)

"হে কমলাপতি, পাপী-জন-গতি,
আমি মূঢ় অতি, কর না ছলন ।
বাসনা অন্তরে, পূজিব তোমারে,
রাখি হৃদ্‌মাঝারে করিয়ে যতন ॥
ভুল না অধীনে, হের হে এ দীনে
করুণানয়নে, কমললোচন ।
বাসনা আমার চরণে তোমার
ছার দেহ ভার করিব অর্পণ ॥
করুণানিলয় তুমি দয়াময়,
নাহিক সংশয় চিনেছে এ মন ।
এই সে কারণে আত্মীয় স্বজনে
ত্যজিয়ে এক্ষণে লইনু শরণ ॥"

স্তব সময়ে লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

—দয়াময় ! ভক্তবৎসল ! আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন ।

রাম ।—তথাস্তু ।

লক্ষ্ম ।—আর্য্য ! কি কর্‌লেন—রাক্ষসকে এমন বর প্রদান কর্‌-

* যৎ তালযোগে কুকভ আলেয়া রাগিণীতে গেয় ।

লেন ?—রাবণের জয় ব্যতীত রাক্ষসের অন্য মনস্কামনা কি হ'তে পারে ?

রাম।—বৎস! তুমি জান না—এ বালক আমার পরম ভক্ত—এর যা' মনস্কামনা, তা' অবশ্যই পরিপূর্ণ হ'বে—যদি কখনও জানকীর উদ্ধার না হয়, তথাপি ভক্তের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না।—ভাই, লক্ষ্মণ, তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও—আমি পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করি।

তর।—(স্বগত)—অ্যাঁ—একি হ'ল—তবে কি প্রভু রঘুনাথ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না ?—(প্রকাশ্যে)—প্রভো! আমার বাসনা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ—অতএব বিলম্ব করবেন না, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

রাম।—বৎস! কেমন করে আমি তোমার কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করবো—তোমায় দেখে যে আমার হৃদয় বাৎসল্য রসে আপ্লুত হচ্ছে ?

তর।—এই কি সূর্য্যকুলধুরন্ধর সত্যব্রত রামচন্দ্রের উপযুক্ত বাক্য ?—দয়াময়! আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে শেষে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কি আপনার উপযুক্ত ?

রাম।—(নীরব)

তর।—(স্বগত)—কি করি,—মিষ্ট ভর্ৎসনায় কোপোৎপাদনের চেষ্টা দেখি।—(প্রকাশ্যে)—দয়াময়! বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীত হ'লে যে জগৎ হাস্‌বে।

লক্ষ্ম।—অরে পামর—আয়—তোর্ বাচালতার উচিত প্রতিফল প্রদান করি।

তর।—ঠাকুর! ক্ষমা করুন।—যিনি একবার আমার হস্তে মূর্চ্ছিত হ'ন—আমি দ্বিতীয়বার তাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধ করি না।—(রামচন্দ্রের প্রতি)—রঘুনাথ!—ভক্তবৎসল!—ভক্তের বাসনা কি পূর্ণ হ'বে না ?

রাম ।—বৎস ! এ আশা ত্যাগ কর—আমি কেমন ক'রে এমন নিষ্ঠুর কাজ কর্‌বো—

তর ।—দয়াময় ! আমি কিছুতেই শুন্‌বো না—আপনাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হ'বে—দয়াময় ! ক্ষত্রিয়ের ত এমন রীতি নয়—যে আহূত হ'য়ে রণে বিমুখ হন—প্রভো ! অস্ত্র গ্রহণ করুন—ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা করুন—আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন ।

রাম ।—বৎস ! আমায় ঘোর যন্ত্রণানলে নিক্ষেপ করলে ।—(অনিচ্ছায় অস্ত্রগ্রহণ)—

তর ।—যন্ত্রণাহারী, এ দাসকে ভব-যন্ত্রণা-দায়ে মুক্ত করুন ।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

হনুমানের প্রবেশ ।

(কিলৎক্ষণ পরে রামচন্দ্রের অসিস্খলন ।)

তর ।—(স্বগত)—দয়াময় যদি এরূপ অনিচ্ছায় যুদ্ধ করেন, তা' হ'লে ত আমার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব—অতএব ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টা করি—ভক্তবৎসল ! তুমি ক্রোধজিৎ, তোমার দয়া ব্যতীত তোমার মনে ক্রোধোদ্রেক করা কা'রো সাধ্য নয় ।—(প্রকাশ্যে)—রঘুনাথ ! এই জন্যই কি আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন ?—ছি ছি ! আপনি যে বালকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তেও অশক্ত, তা' আগে জান্‌তেম না—সূর্য্যবংশীয়েরা কি এমনি বীর যে, আমার মত ক্ষীণবীর্য্য বালকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তেও অসমর্থ ?—বীরেন্দ্র, ঐ দেখুন, আপনি যা'দের সাহায্যে লঙ্কা জয় কর্‌বেন মনে করেছিলেন, তা'রা ঐ ধরাশায়ী হ'য়েছে ।—(হনুমানের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া)—আর এই মহাবীর, যিনি আপনার সৈন্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, ইনিও আমার এক মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হ'য়েছিলেন ।

হনু ।—(অধোবদন)—

তর।—রঘুনাথ! ঐ আপনার কোদণ্ড ধূলায় পতিত র'য়েছে দেখ্‌ছি—একবার ঐ ধনু গ্রহণ করুন—আমার সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করুন—শুনেছি আপনি ধনুর্যুদ্ধে অদ্বিতীয়—বিশাল হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন—ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের বৈষ্ণব ধনুতে গুণ যোজনা ক'রে তাঁ'র স্বর্গ-পথ রোধ করেছিলেন—একবার দয়া ক'রে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক এক বাণে আমার বৈকুণ্ঠের পথ মুক্ত করে দিন।

রাম।—বৎস! ক্ষান্ত হও—তুমি যা' বল্‌লে, সকলি সত্য—ত্রিভুবনে এমন বীর কেহই নাই যে তোমার মত বালকের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ হয়—অধিক কি ত্রিভুবন একত্রিত হ'লেও তোমাকে জয় করতে সমর্থ হ'বে না।

তর।—কেবল আপনিই সমর্থ।—ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করা কেবল ভক্তাধীনেরই সামর্থ্য। দয়াময়, আমার বাসনা পূর্ণ করুন—আপনার বাক্য সফল করুন।—নচেৎ আপনার চরণ ত্যাগ কর্‌বো না।—(চরণ ধারণ)—

রাম।—বৎস! উঠ—কি কর্‌বো—দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেও তোমার বাসনা পূর্ণ কর্‌বো।

তর।—আঃ, চরিতার্থ হ'লেম।

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

তর।—প্রভো! আপনার তূণ ত শূন্যপ্রায়।—(বাণত্যাগ ও ধনুকের গুণচ্ছেদন)—

রাম।—এখন কি করি?—(হঠাৎ হস্তে সুদর্শন চক্রের আবির্ভাব)—অহো—একি?

বিভী।—প্রভু! বালকের প্রতি ঐ অস্ত্র ক্ষেপণ করুন।

দৈববাণী।—রঘুনাথ! দেবগণের ইচ্ছা আপনি ঐ অস্ত্র বালকের প্রতি ক্ষেপণ করুন।

তর।—দয়াময়! আমারও একান্ত ইচ্ছা, ঐ অস্ত্র আমার বক্ষে ক্ষেপণ করুন।—দেখি, ও অস্ত্রেরই বা শক্তি কত?—আমার জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার মুক্ত কর্‌তে পারে কি না?

রাম।—এ যে সুদর্শন!

বিভী।—প্রভো! দেব-আজ্ঞা অবহেলা কর্‌বেন না।

তর।—দয়াময়! ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর্‌তে দ্বিধা কর্‌বেন না।

রাম।—(সুদর্শনত্যাগ ও জয়-রাম রবে তরণীর পতন)—হায়! কি কর্‌লেম!—(মূর্চ্ছা)

বিভীষণ লক্ষ্মণ ও হনুমান কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের শুশ্রূষা।

রাম।—(চেতনালাভ করিয়া)—হায়! কি কর্‌লেম—ভক্ত বিনাশ—ওঃ কি নিদারুণ কথা—আজ হ'তে জগতে যে আমাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর বলে চিন্‌লে—(লক্ষ্মণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া)—

"কেন মম করিলে চেতন, ওরে প্রাণলক্ষ্মণ!
কোন্ লাজে লোক মাঝে, দেখা'ব এ বদন?
ভকত মম প্রাণ, হানি' তা'র প্রতি কঠিন বাণ,
কাঁদি'ছে পরাণ, রাখিব না আর জীবন।
(বক্ষে করাঘাত করিয়া)
পাষাণ হৃদয় মম, তাই হ'য়ে নিরমম,
বধিনু ভক্ত-প্রাণ মম—
(উন্মত্তবৎ উঠিয়া অসি হস্তে)—
রে অসি এইবার কর মম পাপ প্রতিকার,
বধ এ ছার প্রাণ, আর প্রাণে নাহি প্রয়োজন॥"*

* চৌতাল তালযোগে তোড়ী রাগিণীতে গেয়।

তর।—দয়াময়! মৃত্যুকালে একবার সম্মুখে দাঁড়ান্। ভক্তসম্পদ চরণ-যুগল দেখে রাক্ষস-দেহ পবিত্র করি।

রাম।—(উন্মত্তবৎ অসি ত্যাগ করিয়া তরণীসেনের সম্মুখে গমন)—

তর।—(একদৃষ্টে রামচন্দ্রকে দেখিয়া চরণ ধ্যান করিয়া মুদ্রিত-নয়নে)—

"তোমার চরণে সঁপিনু জীবনে।
কলুষ হারণ, কলুষ হরণ
কর হে এখন কটাক্ষ অর্পণে—
তুমি ভবভয়হারী জেনেছি হে মনে।
এ ঘোর যাতনা আর যে সহে না,
কর হে করুণা এ অধম জনে,
দেহ পদযুগ হৃদে হেরি হে নয়নে।"*

(পদতলে লুণ্ঠন)

বিভী।—(একদৃষ্টে তরণীসেনকে অবলোকন)

তর।—(বিভীষণকে দেখিয়া)—পিতঃ! আমি কি এমনি হত-ভাগ্য যে, আপনিও আমায় চিনতে পারলেন না? আমি যে আপনার তরণীসেন।

বিভী। তরণী! ওঃ! আমি কি পাষণ্ড! (মূর্চ্ছা)

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! সখা বিভীষণকে দেখ।

বিভীষণকে শুশ্রূষার্থ লইয়া লক্ষ্মণ ও হনুমানের শিবিরে প্রস্থান।

তর।—(রামের চরণ ধরিয়া)—মায়াময়! আপনার মায়া বোঝা ভার। দয়াময়! অন্তিম সময় যেন আমার হৃদয় শূন্য হয় না। প্রভো

* আড়াঠেকা তালযোগে তোড়ী রাগিণীতে গেয়।

বড় যন্ত্রণা!—ভবযন্ত্রণাহারি!—যন্ত্রণা হরণ কর!—ওঃ—দ-য়া-ম-য়!—চ-র-ণে—স্থা-ন—দি-ও-ও।—(মৃত্যু)

রাম।—(মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া)—যাও, বৎস, বৈকুণ্ঠে, অনন্ত সুখ সম্ভোগ কর গে।—যাই প্রাণাধিক পুত্রহারা হ'য়ে সখা কি কর্‌ছেন দেখি গে—(প্রস্থানোদ্যোগ)

হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—দয়াময়, কি করিলে?—বধিলে সাধকে?
ভাসাইলে বিভীষণে শোক পারাবারে?
হ'রে নিলে সরমার অঞ্চলের নিধি?
উড়া'লে কলঙ্ক-ধ্বজা দয়াময় নামে?
অপূর্ব্ব করুণা তব, করুণা-নিধান!
যে জন, চরণ তব ভাবে দিবানিশি,
যদি পুত্রশোক ঘটে, তাহার কপালে,
তবে বল—কেন আর দয়াময় ব'লে
ডাকিবে তোমারে লোকে?—বল দয়াময়,
জেনে শুনে হেন কাজ করিলে, কেমনে?
জগতে অশ্রুতপূর্ব্ব—সাধক সংহার!!

রাম।—হনুমান, নিন্দ মোরে কেন অকারণ?
জন্মিলে মরণ হবে বিধির বিধান!
কা'র সাধ্য বিধি-লিপি করিবে খণ্ডন।
জানিও—তরণীসেন প্রাণের অধিক
ভক্ত মম;—ইচ্ছা তা'র—আমার করেতে
হইয়ে নিধন যা'বে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
জানকীর আশীর্ব্বাদ—মোর আশীর্ব্বাদ—
মিশি' তা'র জননীর আশীর্ব্বাদ সনে—

মনের বাসনা তা'র করিল পূরণ।
হইল আমার করে—"সাধক-সংহার।"

হনু।—দয়াময়, চল ত্বরা—প্রাণ-সখা তব
এখনো চেতনাহীন পড়ি' ধূলি'পরে।

রাম।—চল ত্বরা—চেতনিতে হ'বে বিভীষণে।

[প্রস্থান।

শূন্যপথে বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

বিষ্ণুদূত।—(পাদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া)—
"বীরমণি! উঠ হে ত্বরা ত্যজি' ভূ শয়ন।
গা'বে যশঃ তোমার জগজ্জন॥
চল হে গোলোকপুরী উঠি' ত্বরা করি'
লভিতে অনন্ত সুখময় ভবন॥
সদা সুরবালাগণে তব সন্নিধানে
গা'বে রাম বিজয়গান জুড়া'য়ে শ্রবণ॥"*

(সহসা দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ।)

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

[যবনিকাপতন।]

সম্পূর্ণ।

* বাহার তালযোগে তোড়ী রাগিণীতে গেয়।